Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Baishakh 21, 1433 Bangla, May 04, 2026, Monday, No. 121, 56th year

H I G H L I G H T S

Prime Minister Tarique Rahman has said, officials of public administration should have mentality to work in all positions. [Jago FM: 14]

Cabinet has approved a proposal for granting massive waiver of customs duties & taxes on import of new brand electric buses & trucks to encourage environment friendly transportation system in country. [R. Today: 25]

Forty-nine newly-elected MPs from women reserved seats of 13th Jatiya Sangsad have taken oath. [BBC: 04]

Disaster Management and Relief Minister has informed that government will provide food assistance for three months to farmers of haor regions affected by flashfloods and onrush of hilly water. [Jago FM: 18]

Information and Broadcasting Minister has proposed forming an advisory committee with stakeholders to form a media commission to ensure media accountability. [Jago FM: 20]

Health and Family Welfare Ministe has said, more than 81% children in Bangladesh have received measles vaccine and government is working to achieve cent percent coverage soon. [Jago FM: 19]

Ten more children have died from measles and measles-like symptoms in country. [BBC: 03]

Media workers have formed a human chain to protest ban on journalists entering into courtrooms at the Supreme Court. [BBC: 03]

Iran has presented a 14-point peace plan to United States to end the war permanently. [BBC: 11]

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট

মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

বৈশাখ ২১, বাংলা ১৪৩৩, মে ০৪, ২০২৬, সোমবার, নং- ১২১, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের যেকোনো পদে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা থাকতে হবে --- জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। [জাগো এফএম: ১৪]

দেশে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে নতুন ইলেকট্রিক বাস ও ট্রাক আমদানিতে বড় ধরনের শুল্ক-কর অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। [রেডিও টুডে: ২৫]

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে শপথ নিলেন নির্বাচিত ৪৯জন সংসদ সদস্য । [বিবিসি: ০৪]

আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে হাওরাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আগামী তিন মাস খাদ্য সহায়তা দেবে সরকার--- জানালেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৮]

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে পরামর্শক কমিটি গঠনের প্রস্তাব তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর । [জাগো এফএম: ২০]

হামের টিকা নেওয়ার উপযোগী ৮১ শতাংশের বেশি শিশুর টিকাদান সম্পন্ন হয়েছে --- জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ১৯]

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরো দশ শিশুর প্রাণহানি। [বিবিসি: ০৩]

উচ্চ আদালতের এজলাসে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিকরা। [বিবিসি: ০৩]

যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪ দফা শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে ইরান। [বিবিসি: ১১]

বিবিসি

কুমিল্লায় বিএনপি নেতাকে আটকের পর নেতা-কর্মীদের থানা ঘেরাও

কুমিল্লায় একজন উপজেলা বিএনপি সভাপতিকে আটকের জের ধরে থানা ঘেরাও করে দলটির নেতা-কর্মীরা। এই সময় সেখানের বাস টার্মিনালও অবরোধ করেন দলটির কর্মী সমর্থকরা। পরে বিকেল নাগাদ অবরোধ তুলে নিলেও , বর্তমানে থানার সামনে অবস্থান নিয়ে আছেন নেতা -কর্মীরা। পুলিশ ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা জানিয়েছেন , দুপুরে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল কাইয়ুমকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। খবর পেয়ে তখনই দলীয় নেতা -কর্মীরা থানার সামনে এসে থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্র দর্শন করে। পাশেই শাসনগাছা বাস টার্মিনাল অবরোধ করেন বিভিন্ন পরিবহণের চালক ও শ্রমিকেরা। কুমিল্লা কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বিবিসি বাংলাকে বলেন , "তাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুপুরে থানায় আনা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা শান্ত রয়েছে।„ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা জানান, দুপুরে বিএনপি নেতা মি. কাইয়ুমকে আটক করার পরই সেখানে দলীয় নেতা -কর্মীরা উপস্থিত হয়ে স্লোগান দিতে থাকে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থানার গেটে অবস্থান নেয় পুলিশ। স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মী জাহিদুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন , বিকেলের দিকে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে থানার সামনে কিছু নেতা -কর্মীরা থাকলেও, অনেক নেতা-কর্মীই সেখান থেকে সরে গেছেন। তবে , বিএনপি নেতা মি. কাইয়ুমকে ঠিক কী কারণে আটক করা হয়েছে, সেটি নিশ্চিত করে জানায়নি পুলিশ।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

১৬ জন ডিআইজিসহ ১৭ জন পুলিশ কর্মকর্তা বাধ্যতামূলক অবসরে

বাংলাদেশ পুলিশের ১৬ জন ডিআইজি ও একজন অতিরিক্ত ডিআইজিকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে , সরকারি চাকরি আইন ২০১৮-এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী, জনস্বার্থে তাদের সরকারি চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হয়েছে। অবসরে পাঠানো কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন - ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহমেদ (অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিট), ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ (হাইওয়ে পুলিশ), ডিআইজি মো. হাবিবুর রহমান (সিআইডি), ডিআইজি সালেহ মোহাম্মদ তানভীর (পুলিশ অধিদপ্তর), জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ, ডিআইজি এস এম আখতারুজ্জামান (পুলিশ স্টাফ কলেজ), ডিআইজি হায়দার আলী খান (কমান্ড্যান্ট, পিটিসি, নোয়াখালী)। ডিআইজি মো. মাহবুব রহমান ভুঁইয়া (কমান্ড্যান্ট, পিটিসি, খুলনা), ডিআইজি রুহুল আমিন (ট্যুরিস্ট পুলিশ), ডিআইজি মো. রফিকুল হাসান গনি (হাইওয়ে পুলিশ), ডিআইজি মো. মিজানুর রহমান (পুলিশ অধিদপ্তর), ডিআইজি মো. মজিদ আলী (সিআইডি), ডিআইজি কাজী জিয়া উদ্দিন (পুলিশ অধিদপ্তর)। ডিআইজি মো. গোলাম রউফ খান (রেলওয়ে পুলিশ), ডিআইজি শেখ মোহাম্মদ রেজাউল হায়দার (কমান্ড্যান্ট, পিটিসি, রংপুর), ডিআইজি রাখফার সুলতানা খানম (হাইওয়ে পুলিশ), এসপি ফারহাত আহমেদ (রেলওয়ে পুলিশ)। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয় , তারা বিধি অনুযায়ী অবসরজনিত সব সুবিধা প্রাপ্য হবেন এবং জনস্বার্থে জারিকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে প্রবেশে বাধার প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেধে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের দেশের উচ্চ আদালতের এজলাসে সাংবাদিকদের প্রবেশে , গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশে এক ধরনের অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে মুক্ত গণমাধ্যম দিবসে মুখে কালো কাপড় বেধে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিকরা। রোববার দুপুরে আদালতের মেইন গেটের সামনে এই কর্মসূচি পালন করে সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরাম (এসআরএফ)। এসময় সাংবাদিকরা জানান, গত ৭ জানুয়ারি থেকে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এজলাস এবং হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন বেঞ্চে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী দায়িত্ব নেওয়ার পর মৌখিকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। অথচ যুগের পর যুগ ধরে সাংবাদিকরা এজলাসে ঢুকে সংবাদ সংগ্রহ করে আসছেন। গণমাধ্যমকর্মীরা বলেন , আদালত কক্ষে বিচারিক কার্যক্রম সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। তাই আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া কেবল পেশাগত প্রতিবন্ধকতা নয়, এটি সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

চব্বিশ ঘণ্টায় হাম এবং উপসর্গ নিয়ে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু

চব্বিশ ঘণ্টায় হাম এবং উপসর্গ নিয়ে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া সবাই শিশু বলে জানা গেছে। রোববার বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, মারা যাওয়া ১০ জনের মধ্যে একজনের নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে। আর বাকি নয়জন মারা গেছে হামজনিত উপসর্গ নিয়ে। গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে নিশ্চিত হাম আক্রান্তের সংখ্যা ৯৫ জন, আর হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১,১৬৬

জন। গত ১৫ মার্চ থেকে রোববার পর্যন্ত সারা দেশে নিশ্চিত হামে মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের, আর উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে ২৪৪ জন। এই সময় পর্যন্ত সারা দেশে সন্দেহজনক হাম রোগীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৪৯১ এবং নিশ্চিত হামে আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৩১৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম ও উপসর্গ নিয়ে যারা মারা গেছে তাদের চারজনই ঢাকায় মারা গেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

শপথ নিয়েছেন সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের৪৯ জন এমপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিতরা শপথগ্রহণ করেছেন। রোববার রাতে বিএনপি , জামায়াত ও স্বতন্ত্র জোটের এমপিকে শপথ পাঠ করান জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দি ন আহমদ। এর আগে , গত ৩০ এপ্রিল বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নামে গেজেট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত গেজেট অনুযায়ী, সংরক্ষিত নারী আসনগুলোয় রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে বণ্টন করা আসনের ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন বিএনপি ও তাদের জোট থেকে ৩৬ জন, জামায়াতে ইসলামী ও তাদের জোট থেকে ১২ জন এবং স্বতন্ত্র একজন নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে , জামায়াত জোটের প্রার্থী এনসিপি নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের মনোনয়নপত্র গতকাল শনিবার বৈধ ঘোষণা করা হলেও , গেজেট প্রকাশ না হওয়ায় তিনি শপথ নিতে পারেননি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

চারদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস, কবে কমবে ঝড়-বৃষ্টি?

গত কয়েকদিন ধরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় কালবৈশাখি ঝড়সহ বজ্রসহ বৃষ্টি হচ্ছে সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায়। বজ্রপাতে প্রাণহানিও বেড়েছে কোনো কোনো জায়গায়। এমন অবস্থায় রোববার সারা দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর। এতে বলা হয়েছে , ৪ দিন দেশজুড়ে ঝড় -বৃষ্টির এই প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের চার বিভাগে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্বাভাস অনুযায়ী , আগামী সোমবার দেশের সব বিভাগেই কমবেশি বৃষ্টি র সম্ভাবনা রয়েছে। কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। এদিন দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। পরদিন মঙ্গলবার বৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থাকবে সবগুলো বিভাগেই। এসময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বুধবার দেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি কিছু জায়গায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। আগামী ৭ মে বৃহস্পতিবার রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়াসহ মাঝারি থেকে বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে সারা দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বৃষ্টি হতে পারে। আবহাওয়া অফিস বলছে, পরবর্তী পাঁচদিনে কমতে পারে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

বিদেশ যাওয়ার সময় সাংবাদিক নজরুল ইসলাম মিঠুকে বিমানবন্দরে বাধা

ব্যক্তিগত সফরে চীন যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাধা দেওয়া হয়েছে জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএ'র বাংলাদেশের প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মিঠুকে। ওই ঘটনার পরপরই মি. মিঠু তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্ট দিয়ে অভিযোগ করেছেন , বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম দিবসেই যথাযথ কো নো কারণ ছাড়াই তাকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত যেতে বাধ্য করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন পুলিশ এর কারণ হিসাবে এজেন্সির (গোয়েন্দা সংস্থা) আপত্তির কথা জানিয়েছে তাকে। তবে পুলিশ জানিয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় কারণে' তাকে যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে। রোববার একটি ফেসবুক পোস্টে নজরুল ইসলাম মিঠু দাবি করেছেন , তিনি বিমানবন্দরের বোর্ডিং পাস সংগ্রহের সময় তাকে ডেকে নেন ইমিগ্রেশন পুলিশের একজন কর্মকর্তা। পরে তাকে জানানো হয় , পুলিশের আপত্তি না থাকলেও , এজেন্সি (গোয়েন্দা সংস্থা) থেকে 'ক্লিয়ারেন্স' না থাকায় তাকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। পরে তার লা গেজ বিমান থেকে নামিয়ে এনে তাকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত যেতে বাধ্য করা হয় বলে তিনি দাবি করেছেন।

নজরুল ইসলাম মিঠু বর্তমানে বাংলাদেশে বিদেশি গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ওভারসিজ করেসপন্ডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ বা ওকাবের সভাপতি। অতীতে তিনি ঢাকা রিপোর্টা স ইউনিটির সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন , "ব্যক্তিগত সফরে চীন যাচ্ছিলাম। ইমিগ্রেশন পুলিশ আমাকে জানিয়েছে, তাদের দিক থেকে কোনো ঝামেলা নেই। একটি গোয়েন্দা সংস্থার আপত্তির কারণেই তারা দেশের বাইরে যেতে দেয়নি।„ নজরুল ইসলাম মিঠুকে বি দেশে যেতে না দেওয়ার সত্যতা স্বীকার করেছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন পুলিশ। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এএসপি ইমিগ্রেশন মো . কামরুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, রাষ্ট্রীয় কারণে তাকে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তবে , ঠিক কী কারণে কিংবা কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে কিনা , সেটি নিয়ে কিছু বলতে রাজি হননি এই ইমিগ্রেশন পুলিশ কর্মকর্তা। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহলের বাসিন্দারা যেভাবে জড়ালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে, অপেক্ষা এখন ভোটের ফলাফলের। এই প্রতিবেদনও বিধানসভার ভোট নিয়েই, তবে এই কাহিনির শুরু প্রায় দুই দশক আগে। ভোটের খবরা-খবর নিতে সেবার গিয়েছিলাম এক বাংলাদেশি ভূখণ্ডে। উত্তরাঞ্চলীয় কোচবিহার জেলার একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম সেবার, সঙ্গী ছিলেন কোচবিহারের এক সিনিয়র সাংবাদিক। চাষের ক্ষেতের মাঝ বরাবর আলপথ দিয়ে যেতে যেতে তিনি হঠাৎই বললেন, "এই ছিল ভারতে, আর এই তোমার পা পড়ল বাংলাদেশি ভূখণ্ডে।" কোনো কাঁটাতারের বেড়া ছিল না, দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের কড়া নজরদারিও ছিল না, তবুও পেরিয়ে চলে গেলাম এক দেশ থেকে অন্য দেশে। গ্রামটার নাম পোয়াতুরকুঠি, ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহলের মধ্যে সব থেকে বড়ো গ্রাম ছিল এটি। ঠিক দুই দশক পরে আবারও ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফিরে গিয়েছিলাম ওই গ্রামটিতে।

এবার আর পায়ে হেঁটে নয়

সেদিনের সেই সিনিয়র সাংবাদিকের বদলে এবারে সঙ্গী ছিলেন গ্রামের যুবক রহমান আলি, চেপে বসেছিলাম মি. আলির মোটরসাইকেলে। বছর ২০ আগের মতোই তিনি দেখালেন, "এই ছিল বাংলাদেশের সীমানা, আর এরপর থেকে ছিল ভারত।" দুই দশক আগের সেই সীমানা চিনিয়ে দেওয়ার ধরনের মধ্যে ফারাকটা কানে বিঁধল, আগে শুনেছিলাম 'বর্তমান' কালের কথা, এখন সেটা 'অতীত'। এই 'অতীত' আর 'বর্তমান'-এর ফারাকটা হয়েছে ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই আর ১ আগস্টের মধ্যরাতে। ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে আগেই স্বাক্ষরিত স্থল-সীমা চুক্তি অনুযায়ী, ওই রাতে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল এবং বাংলাদেশের ভেতরে ভারতের ১১১টি ছিটমহল বিনিময় করে দুই দেশ, ছিটমহলগুলি মিশিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের সঙ্গে। তাই, এত বছর পরে অতীতের সেই আলপথ দিয়ে নয়, এবার বর্তমানের পাকা রাস্তা দিয়েই পৌঁছে গিয়েছিলাম পোয়াতুরকুঠিতে 'বড়ো রহমান আলির' বাড়ির উঠোনে। এর আগে যার মোটরসাইকেলে চেপেছিলাম, তিনি হলেন 'ছোটো রহমান আলি'। এরকমই একটা উঠোনে আমার সঙ্গে সেবার কথা বলার জন্য হাজির হয়েছিলেন অনেক মানুষ। মনসুর আলি, রহমান আলি, সাহেব আলি ... আরও কত নারী-পুরুষ। সেদিনই নিজের কানে শুনেছিলাম, স্বচক্ষে দেখেছিলাম যে, নাগরিকত্বহীন হয়ে, কোনোরকম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই কীভাবে বেঁচে ছিলেন এই মানুষগুলো- দশকের পর দশক ধরে। তারা ছিলেন বাংলাদেশি ভূখণ্ডের বাসিন্দা, সেই অর্থে বাংলাদেশের নাগরিক।

বাড়ির ওপর দিয়ে ভারতীয় গ্রাম থেকে ভারতেরই অন্য দিকে গেছে বিদ্যুতের লাইন, তবে তাদের ঘরে ঢুকত না সেই বিদ্যুৎ। ছিল না স্কুল-কলেজ, ছাত্র-ছাত্রীদের নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে পড়তে যেতে হতো ভারতের স্কুল কলেজে। চিকিৎসার জন্যও যেতে হতো ভারতের হাসপাতালে, অনেক সময়েই ফিরিয়ে দেওয়া হতো, তারা 'ছিটের বাসিন্দা'- এই যুক্তিতে। তবে, ভারতীয় হাসপাতাল থেকে 'ফিরিয়ে দেওয়ার' সেই ট্র্যাডিশন বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন ছিটমহলেরই এক দম্পতি- জিহাদ হোসেইন ওবামার পিতা-মাতা আসমা বিবি আর তার স্বামী শাহজাহান শেখ। তার কথায় আসব একটু পরে। ছিটমহলের বাসিন্দাদের আরও ছিল না ভোট দেওয়ার অধিকার।

'ভারতীয়রা যে ভোট দিতে পারবেন না?'

বিবিসি বাংলা যখন পোয়াতুরকুঠি, মশালডাঙ্গার মতো বাংলাদেশি ছিটমহলগুলোতে ঘুরছে, মানুষের নাগরিকত্বহীন হয়ে বেঁচে থাকার কাহিনি শুনছে, তার কিছুদিন পরেই ছিল ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। ভোটগ্রহণের প্রস্তুতি দেখতে সেই সময়ে কোচবিহারে হাজির হয়েছিলেন ভারতের নির্বাচন কমিশনের তৎকালীন উপ-প্রধান নির্বাচন কমিশনার। সরকারি বৈঠক সেরে বেরোনোর সময়ে কোচবিহার শহরের সার্কিট হাউসের সামনে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, "অনেক ভারতীয় নাগরিক তো এবার নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না। তাদের ব্যাপারে কমিশন কী ভাবছে?" ততদিনে আমি যেমন ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশি ছিটমহলের মানুষের কথা শুনেছি, তেমনই জেনে গেছি বাংলাদেশের ভেতরেও আছে অনেক ভারতীয় ভূখণ্ড। সেখানকার নাগরিকদের ভারতের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। প্রশ্নটা শুনে একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের ওই শীর্ষ কর্মকর্তা। একটু ব্যাখ্যা করে বলেছিলাম, "বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে ১১১টি ভারতীয় ছিটমহল আছে, তারা তো খাতায়-কলমে ভারতের নাগরিক। এই ভারতীয়রা যে ভোট দিতে পারবেন না? তাদের ভোট নেওয়ার কী ব্যবস্থা করছেন?" তিনি জবাব এড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলতে। গিয়েছিলাম তৎকালীন জেলা শাসকের কাছেও। প্রশ্ন শুনেই তার জবাব ছিল, "ভোটের আগে কি এটা একটা আলোচনা করার মতো ইস্যু?" কিছুক্ষণ তর্কও হয়েছিল, মনে আছে।

তবে, ওই যে, বছরের পর বছর যে প্রান্তিক মানুষগুলোকে নিয়ে কোনো সরকারেরই মাথাব্যথা ছিল না, তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে যেন কারোই কোনো দায় ছিল না, সেটা আবারও সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। বছর ২০ পরে এই ক,দিন আগে যখন আবারও ফিরে গিয়েছিলাম পোয়াতুরকুঠিতে, দেখা করলাম মনসুর আলির সঙ্গে। কয়েক বছর আগে সেরিব্রাল স্ট্রোকের পর থেকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন। বহুদিন পরে আমাকে দেখে অল্পস্বল্প চিনতে পেরে কান্নাকাটি করছিলেন। যেদিন ছিটমহল বিনিময় হচ্ছিল ২০১৫ সালের ৩১ আগস্ট মাঝরাতে, সেদিন এই মানুষটার বলা একটা

কথা এখনও কানে লেগে আছে : "আমার এই ৭৬ বছর বয়সে চারটে দেশের বাসিন্দা হয়ে থেকেছি- প্রথমে ব্রিটিশ ভারত, তারপর পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭১-এর পর থেকে বাংলাদেশ। এখন ভারতীয় হলাম।„ ভারতের নির্বাচন কমিশন গত কয়েকবারের মতোই এই ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনেও বৃদ্ধ, চলশক্তিহীন ভোটারদের বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আমি যেদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, সেদিনই মনসুর আলির বাড়িতে এসে কর্মকর্তারা তার ভোট নিয়ে গেছেন। কিন্তু ওসমান গনির এবারে ভোট দেওয়া হলো না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় গ্রাম ছোটো গারোলঝোরা থেকে ছিটমহল বিনিময়ের সময়ে স্বেচ্ছায় ভারতে চলে এসেছিলেন ওসমান গনি। এখন থাকেন মধ্য মশালডাঙ্গায়। ভারতে ভোটও দিয়েছেন আগে। ২০২৬ সালের ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়ায় তার এবং পরিবারের আরও দুইজন সদস্যের নাম বাদ পড়েছে। তাই এবার তাদের ভোট দেওয়া হলো না আর।

ছিটমহলের বাংলাদেশিরাও ভোট দিতেন ভারতে

সাবেক ছিটমহলগুলির মানুষ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের ভোটে অংশ নিতে শুরু করেন ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে। তবে, একবার তারা বাংলাদেশের একটি নির্বাচনেও ভোট দিয়েছিলেন। সেটা ছিল প্রতিবেশী দেশের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সাবেক ছিটমহলগুলির প্রবীণ বাসিন্দারা আমাকে বলেছিলেন যে, ১৯৭৮-৭৯ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সেদেশ থেকে ভারতের মধ্যে দিয়ে ছিটমহলে ভোট করাতে এসেছিলেন কর্মকর্তারা। একজন সম্ভবত সেই ভোটের প্রার্থীও হয়েছিলেন, যে কারণে অনেক দশক পরেও তিনি পরিচিত ছিলেন 'মেম্বার আলি' নামে। বাংলাদেশি ছিটমহলের ভোট নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে পড়ল, সেই ২০০৬ সালে প্রথমবার ছিটমহলে যাওয়ার পরে কোনো একটা নির্বাচনের সময়ে ছিটমহলে গিয়ে শুনতে পেলাম যে, অনেকেই নাকি সেবার ভারতের ভোটার হয়েছেন। অনেকের কাছেই দেখতে পেয়েছিলাম, সেই ভোটার কার্ড। বিষয়টা নিয়ে খোঁজ-খবর করতেই জানা গিয়েছিল সত্যটা। তারা বলছিলেন, "ছিটের বাইরে গেলেই পুলিশ আর বিএসএফ হেনস্তা করত। তাই বাধ্য হয়েই বাপ-মায়ের পরিচয় লুকিয়ে অবৈধভাবে ভারতের ভোটার কার্ড বানিয়েছিলাম। ভোটও দিয়েছি একবার। হাজার দশেক টাকা লেগেছিল কার্ড বের করতে। তবে এখন বৈধ ভোটার কার্ড পেয়ে গেছি সবাই।„ এবারে, ২০২৬ সালে ভোটের আগেও কথায় কথায় কয়েকজনের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে, সেই পুরোনো ভোটার কার্ডগুলো আছে কিনা। একজন তো সঙ্গে সঙ্গেই বের করে দেখালেন পুরোনো সেই কার্ড, স্মৃতি হিসাবে রেখে দিয়েছেন যত্ন করে।

জিহাদ হোসেইন ওবামা

নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে যে শুধু ভোটার কার্ড করিয়েছিলেন সাবেক ছিটমহলগুলির বাসিন্দারা, তা নয়। জীবনযাপনের প্রায় প্রতিটা ক্ষেত্রেই পরিচয় ভাঁড়িয়ে ভারতীয় কোনো আত্মীয়ের পরিচয় ব্যবহার করতে হতো তাদের, না হলে যে চিকিৎসা থেকে শুরু করে শিক্ষা, কোনো পরিসেবাই পাওয়ার অধিকারী ছিলেন না তারা। তবে এই ট্র্যাডিশনে ছেদ টানে একটি শিশুর জন্ম। সেই জিহাদ হোসেইন ওবামার কথাই লিখেছিলাম একটু আগে। জিহাদ হোসেইন ওবামা কেউকেটা কেউ নন। এখন ১৬ বছরের কিশোর। মধ্য মশালডাঙ্গা সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা এই কিশোরের সঙ্গে এবার ভোটের আগে গিয়ে দেখা হয়নি। বাবার সঙ্গে কাজে গেছে মুর্শিদাবাদে। এই জিহাদের জন্ম কাহিনি খুবই চিত্তাকর্ষক। জিহাদ-ই প্রথম ছিটমহলের সন্তান, যে নিজের বাবা-মায়ের আসল পরিচয়েই জন্মিয়েছে ভারতের হাসপাতালে। তার এই নামকরণের পেছনে একটি কাহিনি আছে, লড়াইয়ের কাহিনি- ভারতের সরকারি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে এক ছিটমহলবাসী দম্পতির অসম লড়াইয়ের ঘটনা। এই লড়াইটা শুরু হয়েছিল যখন জিহাদের মা আসমা বিবির প্রসব বেদনা উঠেছিল ২০১০ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি। আসমা বিবি আর তার স্বামী শাহজাহান শেখ চেয়েছিলেন, তাদের সন্তান আসল বাবা-মায়ের পরিচয় নিয়েই জন্মাক, কিন্তু বাধ সেধেছিল ভারতের দিনহাটা হাসপাতাল। তবে এক সময়ে ছিটমহলবাসীদের সম্মিলিত চাপের কাছে মাথা নোয়াতে হয় ওই হাসপাতালকে। নিজের নাম আর ছিটমহলের ঠিকানা দিয়েই আসমা ভর্তি হন আর জন্ম হয় জিহাদের। ঘটনাচক্রে আসমা বিবির নামও বাদ গেছে এসআইআর প্রক্রিয়ায়। আর জিহাদের তো এখনও ভোট দেওয়ার বয়সই হয়নি।

রহমান আলির মোটরসাইকেলে

অতীত থেকে ফিরে আসি বর্তমানে। গ্রামগুলি এই ১১ বছরে অনেক বদলে গেছে। ঘরে ঘরে এখন বিদ্যুৎ, গ্রামে পাকা রাস্তা, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি হল- অনেক কিছুই চোখে পড়ছিল। পোয়াতুরকুঠির রহমান আলি নিয়ে গেলেন সেই পুকুরপাড়ে, যেখানে ২০১৫ সালের ১ আগস্ট সকালে কোচবিহারের জেলা শাসক ভারতের পতাকা তুলে আনুষ্ঠানিকভাবে সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহল এলাকাগুলিকে ভারতীয় ভূখণ্ডের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টা আগে, ৩১ জুলাই আর ১ আগস্টের মধ্যরাতে আরেকটি ছিটমহল- মধ্য মশালডাঙ্গায় উদ্‌যাপিত হয়েছিল মানুষের উৎসব- নতুন স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণের উৎসব। দুটি অনুষ্ঠানেই হাজির থাকতে হয়েছিল পেশাগত কারণেই। রহমান আলির সঙ্গে সেই মাঠ যেমন দেখে এলাম, তেমনই দেখে এসেছিলাম মধ্য মশালডাঙ্গার মাঝ রাতের অনুষ্ঠানস্থলটিও, যেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ লড়াই জেতার আনন্দে মেতেছিলেন রহমান আলি, জয়নাল আবেদিন, সাদ্দাম হোসেনরা, আরও

কত হাজার নারী-পুরুষ, যারা দীর্ঘদিন ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছিটমহল বিনিময়ের দাবিতে লড়াই করেছিলেন। তবে, এখন আর সবাই 'কাঁধে কাঁধ' মিলিয়ে নেই। গড়ে উঠেছে একটা অদৃশ্য দেয়াল। ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে সেই দেয়ালটা তুলে দিয়েছে রাজনীতি। কেউ গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে, কেউ বিজেপির দিকে আকৃষ্ট, হাতে গোনা কয়েকজন বামপন্থী।

মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে রহমান আলি বলছিলেন, "ছিটমহল বিনিময়ের সময়ে যত আশা ছিল, গত ১১ বছরে তার তিনভাগের এক ভাগও আমরা পাইনি। যদি জোটবদ্ধ থাকতাম আগের মতো, তাহলে হয়ত দাবি আদায় করা সহজ হতো।„ সাবেক ছিটমহলগুলির বাসিন্দাদের অভিযোগ, জমি চিহ্নিতকরণ করে খতিয়ান তারা হাতে পেয়েছেন, তবে জমির দলিল এখনও পাওয়া যায়নি। পোয়াতুরকুঠিতে দুটো স্কুল হওয়ার কথা ছিল, একটা হয়েছে, অন্যটা এখনও গড়ে ওঠেনি। একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হয়েছে, তবে অন্য আরেকটির ঘর তৈরি হয়ে গেলেও, সেখানে এখনও কাজ শুরু হয়নি। ওই গ্রামেরই মর্জিনা বিবির কথায়, "আমার ঠাকুরপো তো এত আন্দোলন করল, বাংলাদেশে গেছে, কলকাতা, দিল্লি কোথায় না গেছে আন্দোলনের কাজে। কিন্তু কিছুই তো পেল না। ছেলেপিলের চাকরি নেই। পাওয়ার মধ্যে আছে শুধু ঢালাই রাস্তা, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, রেশন কার্ড।„ "আমরা রাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে গেলাম,„ বলছিলেন পোয়াতুরকুঠিরই জায়দুল শেখ। তিনি আরও বলছিলেন, "ছিট বিনিময়ের পরে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমরা সবাই একসঙ্গেই ছিলাম, যাতে আমাদের হক আদায় করে নিতে পারি। কিন্তু দলীয় রাজনীতি তো আমাদের মধ্যে ভাগাভাগি গড়ে দিল।„ আবার মশালডাঙ্গার যুবক আলমগীর হোসেন বলছিলেন, "যে-সব সুবিধা পাওয়া গেছে, সেসব তো সরকারি দল বা বিরোধী দল- দুই পক্ষের সমর্থকরাই পাচ্ছে। যারা সরকারি দলের সঙ্গে হেঁটেছে, তারাও তো আমাদের মতোই জমির দলিল পায়নি। তাহলে লাভটা কী হলো?„ পাশে দাঁড়িয়ে সাদ্দাম হোসেনের আক্ষেপ, "আমরা যখন ছিটমহল বিনিময়ের জন্য লড়েছি, তখন তো নিজের বা পরিবারের জন্য আন্দোলন করিনি। সবার জন্যই লড়েছিলাম। কিন্তু কারো হয়ত ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই কোনো একটা দলের পক্ষে চলে গেছে।„

কীভাবে জড়ালেন রাজনীতিতে?

সাবেক ছিটমহলগুলির বাসিন্দারা বলছিলেন যে, তাদের কারো ওপরে স্থানীয় রাজনৈতিক দল বা নেতাদের চাপ ছিল তাদের দলে যোগ দেওয়ানোর জন্য। কেউ বলছিলেন ব্যক্তি স্বার্থের কথা। আবার তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি- দুই পক্ষেরই যে সাবেক ছিটমহলগুলির নতুন ভারতীয় হয়ে ওঠা ভোটারদের প্রয়োজন ছিল, সেটাও বলছিলেন কয়েকজন। আর রাজনীতির এই ভাগাভাগিতে কেউ এখন এক সময়ের সহ-আন্দোলনকারীদের মুখ দেখেন না, কথা বলেন না। পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা, স্থানীয় পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্য মহিরুদ্দিন আলির কথায়, "রাজনৈতিক দল তো ভাগ করতে চাইবেই, সেটাই হয়েছে। তবে জানেন, আমাদের নেতা যিনি ছিলেন, যার কথায় আমরা উঠতাম-বসতাম, সেই তিনি যখন একটি দলে যোগ দিলেন, একজন মুসলমান হিসাবে তাকে সমর্থন করা বা তার সঙ্গে যাওয়াটা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। "নেতাকে এখনও ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু মতবিরোধটা রাজনৈতিক,„ বলছিলেন মি. আলি। যে নেতার কথা বললেন মি. আলি, তিনি হলেন ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির প্রধান দীপ্তিমান সেনগুপ্ত। ছিটমহল বিনিময়ের দাবিটা প্রথম তুলেছিলেন মি. সেনগুপ্তর বাবা, বামপন্থী ফরোয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক দীপক সেনগুপ্ত এবং তার আরও কয়েকজন বামপন্থী সহকর্মী। ছিটমহল বিনিময়ের বেশ কয়েক বছর পরে দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বিজেপি দলে যোগ দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতি আর করেন না। তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, "আপনি বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরেই কি ছিটমহলে দলীয় রাজনীতি ঢুকে ভাগাভাগিটা গড়ে দিল?„ তার জবাব ছিল, "আমি যখন একটি দলে যোগ দিয়েছিলাম, কাউকে কিন্তু বলিনি আমার সঙ্গে সেই দলে যোগ দিতে। এটা ঠিকই, রাজনীতির কারণেই সাবেক ছিটমহলগুলির মধ্যে ভাগাভাগি তৈরি হয়েছে। তবে এখন মনে হয় যে, এখানকার মানুষের বোঝার দরকার ছিল যে, দলীয় রাজনীতি কীভাবে একসময়ের আন্দোলনের সহকর্মীদের মধ্যে বিভাজন গড়ে তুলতে পারে। এখন হয়ত তারা সেটা কিছুটা বুঝতে পারছে যে, একজোট হয়ে না থাকলে নিজেদের দাবিগুলো আদায় করা যায় না।„ মশালডাঙ্গার বাসিন্দা জয়নাল আবেদিন বলছিলেন, "ভিন্ন রাজনীতি যখন করতাম, রাজনৈতিক মনোমালিন্য হয়েছে, আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট থেকেছে সবসময়ে। কথাও বন্ধ হয়নি,„ বলছিলেন জয়নাল আবেদিন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

জুলাই আন্দোলনের পর সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোর কী অবস্থা?

জুলাই আন্দোলনের সময়ের এক হত্যা মামলায় প্রায় বিশ মাস ধরে কারাগারে রয়েছেন বাংলা দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। রাজধানীর ভাসানটেক থানায় দায়ের করা একটি মামলায় ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে গ্রেফতার করা হয় মি. দত্ত এবং একাত্তর টেলিভিশনের সিইও মোজাম্মেল হক বাবুসহ তিনজন সাংবাদিককে। তবে, শুধু এই তিনজনই নন, চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে বাংলাদেশে হত্যা ও সহিংসতার অভিযোগে ২৬৮ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে মামলা করা হয়। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন এ তথ্য জানিয়েছে। ওই সময় জুলাই আন্দোলনে অংশ নেওয়া ব্যক্তি বা এর সমর্থকদের অনেকেই এই সাংবাদিকদের অনেককেই 'শেখ হাসিনার

দোসর' বলে অভিযোগ তোলেন। মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশনের (এমএসএফ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট এ ধরনের ৩৭টি মামলায় সাংবাদিকদের অভিযুক্ত করা হয়। এই মানবাধিকার সংগঠনটি জানিয়েছে, এসব মামলায় ১৪ জন সাংবাদিক গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এসব মামলায় জামিনে মুক্তি মেলেনি কারও। এমনকি এসব মামলায় এখনো দেওয়া হয়নি অভিযোগপত্র, শুরু হয়নি বিচারিক প্রক্রিয়া। সাংবাদিকদের কয়েকজনের স্বজন ও তাদের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উচ্চ আদালতে জামিন আবেদনের শুনানির সময় রাষ্ট্রপক্ষ বারবার সময় আবেদন করে প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত করছে।

একইসঙ্গে কোনো মামলায় হাইকোর্ট জামিন দিলেও, রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে চেম্বার জজ আদালতে গিয়ে সেটি স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। এই সাংবাদিকদের স্বজনদের এখন একটাই চাওয়া, 'মুক্তি'। "অ্যাটলিস্ট ঈদের আগে হলেও, যাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমার বড়ো মেয়ে অস্ট্রেলিয়া পড়াশোনা করছে, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখনো ফ্রিজ থাকায় মেয়ের কাছে টাকাও পাঠাতে পারছি না,„ বলেন সাংবাদিক শ্যামল দত্তের স্ত্রী কনা দত্ত। এদিকে, এসব মামলার বিষয়ে কথা বলতে চাইলে অপরাগতা প্রকাশ করেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস কাজল। "পেন্ডিং মামলার বিষয়ে„ কথা বলতে চান না বলে জানান তিনি। এরই মধ্যে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো প্রত্যাহার ও গ্রেফতারকৃত সাংবাদিকদের জামিনের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে সহযোগিতা চেয়েছে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)। গত ২১ এপ্রিল এই সংগঠনের সাংবাদিক নেতারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করেন। নোয়াবের সভাপতি ও দৈনিক মানবজমিনের প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী বিবিসি বাংলাকে জানান, বিনা বিচারে কাউকে এভাবে আটকে রাখা যায় না। বর্তমান সরকার এই বিষয়ে ইতিবাচক। প্রধানমন্ত্রী এই সংক্রান্ত মামলায় সাংবাদিকদের একটি তালিকা চেয়েছেন। "আমরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছি, আমরা বলেছি যে, এটার সুরাহা হওয়া উচিত। তিনি তো বলছেন যে, আমরা সুরাহা করার চেষ্টা করবো, আপনারা আমাদের লিস্ট দেন„ বলেন, মি. চৌধুরী।

'আদালতের ওপর আস্থা রাখতে চাচ্ছি'

মামলায় প্রভাব পড়তে পারে, এমন আশঙ্কায় গ্রেফতারকৃত সাংবাদিকদের স্বজনদের অনেকে কথা বলতে চাননি। একাত্তর টেলিভিশনের সাবেক হেড অব নিউজ শাকিল আহমেদ এবং সাবেক চিফ করেসপনডেন্ট ফারজানা রুপা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিবারের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা-সমর্থকরা এই দুই সাংবাদিককে 'ফ্যাসিবাদের দোসর' বলে অভিযোগ করে। এক পর্যায়ে ২০২৪ সালের ২১ আগস্ট হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাদের আটক করা হয়। পরদিন উত্তরা- পূর্ব থানায় দায়ের করা ফজলুল করিম হত্যা মামলায় তাদের চারদিন রিমান্ডে নেয় পুলিশ। এরপরে আদাবর থানায় দায়ের করা গার্মেন্টসকর্মী রুবেল হত্যার আরেকটি মামলায় মিজ রুপা ও মি. আহমেদের আরো পাঁচদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত। এই মামলায় ওই বছরের ৩১ আগস্ট ফারজানা রুপা ও শাকিল আহমেদকে কারাগারে পাঠান আদালত। তবে মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে চাননি এই দুইজনের পরিবারের সদস্যরা। এই দুইজনের বিরুদ্ধে রাজধানীর বিভিন্ন থানায় দায়ের করা ১৫টি হত্যা মামলা রয়েছে। এসব মামলায় জামিনের জন্য বিচারিক আদালতে আবেদন করা হলে তা নামঞ্জুর হয়। পরে হাইকোর্টে জামিন আবেদন করা হয়। এর মধ্যে ১৩টি মামলায় জামিন শুনানি শেষ হওয়ার পর ২৮ এপ্রিল আদেশ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ সময় আবেদন করলে আদেশ দেওয়ার সময় পিছিয়ে ১১ মে নির্ধারণ করেন হাইকোর্ট। এই মামলার তদন্ত শেষ করতে তদন্ত কর্মকর্তারা কাজ করছে বলে আদালতকে জানিয়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা। কয়েকটি মামলায় হাইকোর্টে জামিন পেলেও পরে সেটি উচ্চ আদালতে গিয়ে স্থগিত হয়ে যায় বলে জানা গেছে। এসব হত্যা মামলার কোনোটিতে তারা এজাহারনামীয় আসামি, আবার কোনোটিতে অজ্ঞাতনামা আসামি হিসেবে রয়েছেন এই দুই সাংবাদিক।

শাকিল আহমেদের পরিবারের নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সদস্য বলেন, "তাদের বিরুদ্ধে সবগুলোই জুলাইয়ের হত্যা মামলা। কোনোটা দুর্নীতি বা অন্য স্পেসিফিক কিছু নাই। কোনোটাতেই তারা এক নম্বর আসামি না। ১০ নম্বরের পরে বা ৩২, ৫৭, ১১১ এরকম।„ এখনো মামলাগুলোর চার্জশিট দেওয়া হয়নি, কিন্তু গ্রেফতার রাখা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। "১৮ মাস হয়ে গেল এখনো দেয় নাই। এটা তো নিয়ম চার্জশিট দেওয়ার, না দিলে জামিন দিতে হবে,„ বেশ আক্ষেপের সাথেই বলেন এই স্বজন। এ ধরনের মামলার আসামি সাংবাদিকদের অনেকেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখনো জব্দ। ভোরের কাগজ পত্রিকার সম্পাদক শ্যামল দত্তের একজন স্বজন, যিনি তার পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। তিনি জানান, নানা ধরনের শারীরিক জটিলতা থাকলেও, কারাগারে চিকিৎসা পারছেন না মি. দত্ত। হার্ট এবং স্লিপ অ্যাপনিয়া সংক্রান্ত রোগ থাকার পরও তিনি চিকিৎসা পাচ্ছেন না এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ক্যাটাগরিতে কারাগারে ডিভিশন পাওয়ার কথা থাকলেও, তাকে তা দেওয়া হচ্ছে না বলে দাবি করেন তার ওই স্বজন। তিনি আরো দাবি করেন, ভাসানটেক থানায় দায়ের করা যে হত্যা মামলায় মি. দত্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে, ওই ঘটনার সময় তিনি ঢাকায়ই ছিলেন না। মি. দত্তের বিরুদ্ধে এরকম ঠিক কতগুলো মামলা রয়েছে, সেটি সম্পর্কে এখনো নিশ্চিত নয়

এই পরিবার। বিচারিক প্রক্রিয়ার ওপরে আস্থা রাখতে চান উল্লেখ করে এই স্বজন বলেন, "আমি এখন আস্থা রাখতে চাই।„ এতদিন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন জানিয়ে তিনি বলেন, "এখন মনে হচ্ছে, আমরা হয়ত এখন পেতে পারি।„ তবে, এসব মামলায় যারা গ্রেফতার রয়েছেন, জামিন আবেদন করলেও তাদের কেউই জামিন পাননি। "শাকিল-রুপার যেটা হয়েছে, সেটা কীভাবে... এই জামিন হচ্ছে, আবারও শ্যোন অ্যারেস্ট দেখাচ্ছে, তাহলে কোথায় যাবো?„ বলেন মি. দত্তের এই স্বজন।

'ন্যায়বিচার নিয়ে শঙ্কা'

এদিকে, ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের আইনজীবী জেড আই খান পান্না, যিনি নিজেই জুলাইয়ের ঘটনায় দায়ের হওয়া একটি মামলার আসামি। মি. পান্নার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার বাদী নিজেই তাকে চেনেন না বলে গণমাধ্যমে খবর প্রকাশের পর বেশ সমালোচনা হয়। এক পর্যায়ে ওই বাদী মি. পান্নার নাম প্রত্যাহার চেয়ে আদালতেও আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের এই আইনজীবী জানান, ওই মামলায় অভিযুক্তের তালিকায় তার নাম রয়েছে, মামলাটি এখনো আছে। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পরে যে-সব মামলা হয় সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে, সেগুলো প্রায় এক ধরনের উল্লেখ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মি. পান্না। "এই প্রতিটি মামলার ধরন বা প্যাটার্ন প্রায় একই রকম। প্রত্যেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে পাঁচটির বেশি করে মামলা দেওয়া হয়েছে,„ বলেন এই আইনজীবী। সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং একাত্তর টিভির সিইও মোজাম্মেল হক বাবু, শাহরিয়ার কবির, সাবেক মন্ত্রী ও একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সাবেক প্রধান কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান নূরের আইনজীবী মি. পান্না। ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে মি. পান্না বলেন, একাধিকবার জামিন চাইলেও নানা প্রক্রিয়ায় সময় নষ্ট করা হচ্ছে। "রাষ্ট্রপক্ষ সময় নিয়ে পেছায়, আবার কোর্টের জুরিসডিকশন চেঞ্জ হয়, নতুন করে মামলা নিয়ে আরেক কোর্টে দৌড়াতে হয়, এটা একটা দুর্ভোগ। এখন ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে শঙ্কা,„ বলেন মি. পান্না। কয়েকটি মামলায় করা জামিন আবেদনের শুনানি শেষ, ৩ মে রায় দেওয়ার দিন নির্ধারিত রয়েছে বলে জানান তিনি।

'আইন যেন নিপীড়নের হাতিয়ার না হয়'

গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বেশ উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল অভিযোগ সাংবাদিকদের অনেকের। সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা, শত শত সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা এবং তিন দফায় সাংবাদিকদের প্রেস অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বাতিলের কারণে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। গণমাধ্যমকর্মীদের বিরুদ্ধে এমন মামলা ও গ্রেফতারের সমালোচনা করছেন মানবাধিকারকর্মী এবং আইনজীবীরা। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস, আর্টিকেল ১৯, রিপোর্টারস উইদাউট বর্ডারস এর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোও এ ঘটনার সমালোচনা করে আসছে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) এর আগে এক বিবৃতিতে, সাংবাদিকদের ব্যাংক হিসাব জব্দ এবং হত্যা মামলার আসামি করা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস বা সিপিজে সম্প্রতি চারজন সাংবাদিকের মুক্তি দাবি করেছে, তারা হলেন- মোজাম্মেল হক বাবু, শ্যামল দত্ত, ফারজানা রুপা, শাকিল আহমেদ। সিপিজের চিঠিতে বলা হয়েছে, নথিপত্র, স্বজনদের বক্তব্য এবং আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনা বলছে, তাদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। কোনো অভিযোগপত্রও দেওয়া হয়নি। "আটক রাখার ধরন দেখে মনে হয়, মূলত সাংবাদিকতা এবং রাজনৈতিক অবস্থানের কারণেই তাদের এসব মামলায় জড়ানো হয়েছে,„ লিখেছে সিপিজে। ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার সরকারের সময়েও এরকম ঢালাও মামলা করা হতো বলে অভিযোগ উঠেছিল।

সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে অবশ্যই আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানবাধিকারকর্মী কাজী জাহেদ ইকবাল বিবিসি বাংলাকে বলেন, "আইন যেন নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে ব্যবস্থা নেবে, কিন্তু যাতে কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত না করা হয় এবং মতপ্রকাশে বাধা দেওয়া না হয়। আইনের অবশ্যই নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু এবং সৎ প্রয়োগ হতে হবে।„ বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের এই উপদেষ্টা বলছেন, "মানবাধিকারকর্মী হিসেবে স্বাধীন মতপ্রকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় এরকম কাজের বিরোধিতা করি।„ এদিকে, নোয়াবের সভাপতি ও সাংবাদিক নেতা মতিউর রহমান চৌধুরী জানান, নির্বাচিত এই বিএনপি সরকার সাংবাদিকদের এই প্রসঙ্গে ইতিবাচক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সাংবাদিক নেতাদের জানিয়েছেন, সাংবাদিকদের মামলাগুলো এই সরকারের আমলে দায়ের হয়নি কিংবা কেউ গ্রেফতারও হয়নি। প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সুরাহা করার আশ্বাস দিয়েছেন উল্লেখ করে মানবজমিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক বলেন, "আমরা আশা করি যেহেতু পুরোনো মামলা, এই মামলাগুলো সরকার রিভিউ করে কার্যকর ব্যবস্থা নেবে।„(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

আলোচনায় 'শীর্ষ সন্ত্রাসীরা', নতুনরা কীভাবে এখন সন্ত্রাসে জড়াচ্ছে

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পুলিশের শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন সম্প্রতি খুন হওয়ার পর নতুন করে ওই তালিকায় 'শীর্ষ সন্ত্রাসীদের, নিয়ে নানা ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। অপরাধ জগতের

নিয়ন্ত্রণ নিতে নিজেদের মধ্যে তারা দ্বন্দ্ব সংঘাতে জড়াচ্ছেন, এমন খবরও আসছে সংবাদ মাধ্যমে। ঢাকার পুলিশ কমিশনার অবশ্য বলেছেন, "শীর্ষ সন্ত্রাসী তেমন নেই, যারা আছে তারা আগের শীর্ষ সন্ত্রাসীর সহযোগী বা ওরকম সাজতে চাচ্ছে।„ তিনি এও বলেছেন যে, যারা শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম ভাঙাচ্ছে, কিংবা যারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠার চেষ্টা করছে, তাদের আগেই তারা দমন করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কারা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন এবং নতুন নতুন সন্ত্রাসীর আবির্ভাব হচ্ছে কীভাবে? অর্থাৎ কারা, কখন, কীভাবে সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে? পুলিশ ও বিশ্লেষকরা বলছেন, দেশে এক সময় এলাকাভিত্তিক কর্তৃত্ব তৈরির প্রতিযোগিতা থেকে আলোচিত সন্ত্রাসী তৈরি হলেও, এখন সন্ত্রাসী হিসেবে যারা তকমা পাচ্ছে, তাদের উত্থান হচ্ছে মূলত কিশোর গ্যাং থেকে। এরা মূলত, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মাধ্যমেই অপরাধ জগতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তবে সব সময় পর্দার অন্তরাল থেকে 'গডফাদাররাই' এদের একেকজনকে সমর্থন-সহায়তা জুগিয়ে 'সন্ত্রাসী' হিসেবে আখ্যা পাওয়ার উপযোগী করে তুলছে। অভিযোগ আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতারাই এদের লালন করে থাকেন। পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র এ এইচ এম শাহাদত হোসেন বলছেন, সমাজে যেন সন্ত্রাসী হিসেবে কারও আবির্ভাব না ঘটে, সেজন্য পুলিশের দিক থেকে প্রতিরোধমূলক অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়, কিন্তু এগুলো কতটা সফল হচ্ছে, সেটি নির্ধারণের কোনো মাপকাঠি নেই। "আর এই সত্যিটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, পরিবার ও সমাজ যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে এগিয়ে না এলে অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা ঠেকানো কঠিন হয়ে পড়ে। পুলিশ চেষ্টা করছে, কিন্তু এজন্য দরকার সম্মিলিত চেষ্টা,„ বিবিসি বাংলাকে বলছেন তিনি।

আলোচনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী

গত সপ্তাহে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ঢাকার নিউ মার্কেট এলাকায় গুলিতে এক ব্যক্তির নিহত হওয়ার পরই, নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে পুলিশ ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের নাম। কারণ, পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, নিহত ব্যক্তি ছিলেন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় ২০০১ সালে পুলিশ কর্তৃক ঘোষিত তালিকায় থাকা কথিত ২৩ 'শীর্ষ সন্ত্রাসীর' মধ্যে একজন খন্দকার নাঈম আহমেদ টিটন। তিনি ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন। ঢাকার অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিক ও আজকের পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক কামরুল হাসান বলছেন, "শুধু টিটন নয়, পুলিশ কর্তৃক ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসীরা তালিকায় থাকা এমন অন্তত ৬ জন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে এবং এর পরেই তাদের ঘিরে অপরাধ জগতে এক ধরনের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।„ এর আগে, ২০২৪ সালের ৮ই আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেওয়ার পর ১১ আগস্ট কিলার আব্বাস ও ১৩ আগস্ট কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন সুইডেন আসলাম। তারা দুইজনই সরকার কর্তৃক পুরস্কার ঘোষিত ২৩ সন্ত্রাসীর তালিকায় ছিলেন। এরপর ১৫ আগস্ট কেরানীগঞ্জের কারাগার থেকে বেরিয়ে আসেন শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা সানজিদুল হাসান ইমন। তিনি ও কিলার আব্বাস মুক্তি পেয়েই দেশ ছেড়েছেন বলে পুলিশ সূত্রকে উদ্ধৃত করে তখন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল। এর কয়েকদিন পরেই আলোচনায় আসেন ওই তালিকার অন্যতম নাম সুব্রত বাইন। খবর ছড়ায় যে, তিনিও জামিন পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে গেছেন। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার মধ্যেই পরে ২০২৫ সালের ২৭ মে সেনাবাহিনী সুব্রত বাইন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মোল্লা মাসুদকে কুষ্টিয়া থেকে আটকের খবর জানায়। সেনাবাহিনীর বিজ্ঞপ্তিতে তখন বলা হয়েছিল, "সুব্রত বাইন এবং মোল্লা মাসুদ সেভেন স্টার সন্ত্রাসী দলের নেতা এবং তালিকাভুক্ত ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীদের অন্যতম।„

এর আগে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে গাজীপুরের কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন শীর্ষ সন্ত্রাসী শেখ আসলাম (সুইডেন আসলাম হিসেবে পরিচিত)। ২০১৪ সাল থেকে তিনি ওই কারাগারে আটক ছিলেন। এছাড়া, শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায় থাকা ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল এবং খোরশেদ আলম ওরফে রাসু ওরফে ফ্রিডম রাসুও মুক্তি পেয়েছেন বলে জানা গেলেও, এখন তাদের অবস্থান কোথায়, সে সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৮ সালে সুইডেন আসলাম, জোসেফ, বিকাশ ও প্রকাশকে ধরতে ৫০ হাজার টাকা করে প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করেছিল সরকার। এর পরের কয়েক বছরে একের পর এক ঘটনায় আলোচিত হয়ে ওঠা মোট ২৩ জনকে শীর্ষ সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। এর মধ্যেই বিভিন্ন সময়ে সুইডেন আসলাম, ইমন, টিটন, সুব্রত বাইন, জোসেফ, কিলার আব্বাস, বিকাশ কুমার বিশ্বাসসহ অনেককেই আটক করতে সক্ষম হয় পুলিশ। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের সময়েই ২০০৯ সালেই পুলিশের তালিকাভুক্ত 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' বিকাশ কুমার বিশ্বাস জামিনে মুক্তি পান। তার ভাই প্রকাশ কুমার বিশ্বাসও ওই তালিকার একজন। তবে তার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, আওয়ামী লীগ আমলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় জোসেফ আহমেদের মুক্তি পাওয়ার ঘটনা। মুক্তির আগে তিনি প্রায় ২০ মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। যাবজ্জীবন সাজার আসামি নব্বইয়ের দশকের আলোচিত এই জোসেফ আহমেদের বড়ো ভাই হারিস আহমেদের নামও ছিল পুলিশের শীর্ষ সন্ত্রাসীর তালিকায়। তারা দুইজন সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ভাই।

দীর্ঘকাল ধরে এসব 'শীর্ষ সন্ত্রাসী' তালিকায় থাকা ব্যক্তিদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে আসা কামরুল হাসান বলছেন, "এদের অনেকে দীর্ঘদিন জেলে থেকেই তাদের বাহিনীর মাধ্যমে অপরাধ কার্যক্রম চালিয়ে গেছে এবং আবার কেউ কেউ বিদেশে থেকেও দেশের ভেতরে অপরাধমূলক নানা তৎপরতা চালিয়েছে বলে অভিযোগ আছে।„ "এরা জেলে থাকার সময় অপরাধ জগৎ কিছুটা স্থিতিশীল ছিল। এদের মুক্তির পর আবার অস্থিরতার খবর বেরিয়ে আসছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন মি. হাসান। তবে এখন তাদের তৎপরতা সম্পর্কে খুব একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় না। যদিও অনেকে মনে করেন, তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে আলোচনায় থাকা এসব ব্যক্তিদের সহযোগী কিংবা অনুসারীরা অপরাধ জগতে এখনো সক্রিয় আছে। শনিবার ঢাকার কারওয়ান বাজারে এক অনুষ্ঠানে ঢাকা মহানগর পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার বলেছেন, "এখন শীর্ষ সন্ত্রাসী তেমন আর নেই। তিনি বলেন, "আমাদের তালিকা হালনাগাদ সব সময় হচ্ছে। আমাদের মনিটরিং, অবজারভেশন ও ব্যবস্থা সবই নেওয়া হয়েছে এবং হালনাগাদ করা হচ্ছে।„

নতুনরা অপরাধে জড়াচ্ছে কীভাবে

পুলিশ ও অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, আশির দশক থেকে যারা অপরাধ জগতের নানা ঘটনার জেরে বারবার আলোচনায় এসেছেন, তারা শুরুতে নিজ এলাকায় ছোটো ছোটো ঘটনায় জড়িত হয়েছিলেন। কামরুল হাসান বলছেন, "নিজেরা ছোটো ছোটো ইস্যু থেকে তৈরি হতো। তারপর কোনো গডফাদার তাদের পিক করতো। এরপর আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্যদের সাথে তাদের একটা সমঝোতা হতো। যেমন ধরুন, কালা জাহাঙ্গীরকে ধরার জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলেও, তাকে কিন্তু কখনও আটক করা হয়নি। যদিও পুলিশ কিন্তু নিজে কাউকে সন্ত্রাসী বানায়নি।„ মি. হাসান বলেন, আগে সন্ত্রাসের জন্য আলোচিতরা সরাসরি রাজনৈতিক দলে সম্পৃক্ত হতো না, তারা কারও কারও ব্যক্তিগত ছত্রছায়ায় থাকতো। "কিন্তু এক পর্যায়ে দলগুলো আলোচিত সন্ত্রাসীদের দলে জড়িত করে। কেউ যুবলীগ-আওয়ামী লীগে, আবার কেউ যুবদল-বিএনপিতে জড়িত হয়েছিল। আবার কেউ কেউ আবার দল বদলও করেছে। এভাবেই রাজনৈতিক আশীর্বাদ তাদের ক্ষমতাশালী করে তুলেছিল,„ বলছিলেন কামরুল হাসান। সমাজ অপরাধ বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তৌহিদুল হক বলছেন, স্বাধীনতার পর শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসীদের উত্থান হয় ৯০ সাল পর্যন্ত, তবে তারা প্রকাশ্যে আসতো না। "৯০-এর পর থেকেই তাদের অনেকে প্রকাশ্যে সক্রিয় হয় ও ক্ষমতার লাঠিয়ালে পরিণত হয়। এরপর থেকে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, ডিশ ব্যবসা, কারও হয়ে জায়গা দখল, ঝুট ব্যবসা, অস্ত্র ও মাদক ব্যবসা সন্ত্রাসী তৈরির উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে,„ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি। কামরুল হাসান বলছেন, "অপরাধ সমাজের অনুষঙ্গ। আইনের কঠোর প্রয়োগ থাকলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন ফরম্যাটে সন্ত্রাসী তৈরি হওয়ার সংস্কৃতি আছে। এখন অনেক উঠতি সন্ত্রাসী তৈরি হচ্ছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি দিয়ে শুরু হয়। এর মধ্যে কে টিকবে আর কে হারিয়ে যাবে, তা বলা কঠিন। কিন্তু কেউ কেউ হয়ত ভবিষ্যতের তালিকার জন্যও পুলিশের কাছে উপযোগী হয়ে উঠবে এবং এ চক্র চলমান থাকবে।„

পুলিশ সদরদপ্তরের মুখপাত্র ও ডিআইজি এ এইচ এম শাহাদত হোসেন বলছেন, সন্ত্রাসের জড়িয়ে পড়া ঠেকাতে নানা ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি পুলিশ সব সময় নেয়, তবে অল্প বয়সে অপরাধে জড়িয়ে পড়া ঠেকাতে পরিবার থেকে সমাজে সবার দায়িত্ব আছে। "কমিউনিটি পুলিশিং, জনসচেতনতা, সংশোধনের জন্য কাউন্সেলিং সব চেষ্টাই পুলিশ করছে। এগুলোর আউটপুট তো আর দেখে পরিমাপ করা যাবে না। তবে এটি সত্যি যে, সবাই পুলিশকে সহযোগিতা না করলে সফলতা পাওয়া তো সহজ হবে না,„ বিবিসি বাংলাকে বলছেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪ দফার শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে ইরান

যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রকে ১৪ দফার একটি শান্তি পরিকল্পনা দিয়েছে ইরান। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ইরানকে ৯ দফার একটি শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিল। তেহরান সেই প্র স্তাবের পালটা জবাবে এই ১৪ দফা পরিকল্পনা জমা দিল। শান্তি প্রস্তাবনা বিষয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি শীঘ্রই ইরানের প্রস্তাব বিবেচনা করবেন। যদিও তিনি মনে করছেন , যে-সব প্রস্তাবনা দেওয়া হয়েছে সেগুলো গ্রহণযোগ্য না। ইরান জানিয়েছে , তারা যুদ্ধ স্থায়ীভাবে শেষ করা র জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে পাকিস্তানের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করেছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংঘাতের পথ বেছে নেবে, নাকি কূটনৈতিকভাবে সমাধান করবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

দক্ষিণ লেবাননে নতুন করে অভিযান শুরুর ঘোষণা ইসরায়েলের

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী বা আইডিএফ রোববার একটি 'জরুরি সতর্কতা' জারি করেছে। যেখানে দক্ষিণ লেবাননের ১১টি শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। লেবাননের হিজবুল্লাহ যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে এমন অভিযোগ এনে ইসরায়েলি বাহিনী এ ই অভিযান শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। আইডিএফ সতর্ক করে বলেছে যে, হিজবুল্লাহ বাহিনী বা তাদের স্থাপনার কাছাকাছি থাকা যে কেউ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে। যে কারণে তাদেরকে বাড়িঘর ছাড়তে বলা হয়েছে। ইসরায়েল দক্ষিণ লেবানন জুড়ে তার হামলা অব্যাহত রেখেছে। ইসরায়েলি

বাহিনী বর্তমানে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের একটি ছোটো ভূখণ্ড দখল করে রেখেছে এবং হিজবুল্লাহর অবকাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হচ্ছে। জবাবে , হিজবুল্লাহও উত্তর ইসরায়েলে ড্রোন ও রকেট হামলা চালিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

`খারাপ চুক্তি, অথবা `ভয়াবহ সামরিক অভিযানের, যে-কোনো একটিকে বেছে নিতে হবে ট্রাম্পকে

`ইরানের বিপ্লবী গার্ড কোর বা আইআরজিসির গোয়েন্দা সংস্থা বলছে , যুক্তরাষ্ট্রকে একটি `ভয়াবহ সামরিক অভিযান, অথবা একটি `খারাপ চুক্তির, মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে হবে। বিবিসি ফার্সির তথ্যমতে, আইআরজিসিরি পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে , যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতে খুব কম সময় রয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে , ট্রাম্পকে 'একটি ভয়াবহ সামরিক অভিযান অথবা একটি খারাপ চুক্তির, মধ্যে যে-কোনো একটি বেছে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেছেন যে , তিনি ইরানের দেওয়া শান্তি পরিকল্পনার বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন। যদিও তিনি এটিকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন না। ইরানে র রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থা ইরনা বলছে , যুদ্ধ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নয় দফা প্রস্তাবের জবাবে ইরান ১৪ দফা প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ইরানের আধা সামরিক তাসনিম নিউজ এজেন্সির মতে, যুক্তরাষ্ট্র তার প্রস্তাবে দুই মাসের যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছিল। কিন্তু ইরান স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে, ৩০ দিনের মধ্যে সব সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর পরিবর্তে 'যুদ্ধ শেষ করার' ওপরই মনোযোগ দিতে হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

এনএইচকে

কূটনীতি নাকি সংঘাত, সেই সিদ্ধান্ত এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে : ইরানি কর্মকর্তা

ইরানের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে , যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক পথ অবলম্বন করবে , নাকি সংঘাতমূলক পন্থা অব্যাহত রাখবে , সেই সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। শনিবার ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানি য়েছে যে, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদি তেহরানে রাষ্ট্রদূত এবং বিদেশি কূটনৈতিক মিশনের প্রধানদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন। তিনি এটি বলেছেন বলে জানা গেছে যে , ইরান পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের কাছে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে। তাকে উদ্ধৃত করে ব লা হয়েছে, "এখন কূটনীতির পথ বেছে নেওয়া অথবা সংঘাতমূলক পন্থা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করছে। „ তিনি আরও বলেন, "ইরান তার স্বার্থ ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উভয় পথের জন্যই প্রস্তুত। „ ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল শুক্রবার জানিয়ে ছে যে , তেহরানের সর্বশেষ প্রস্তাবে বলা হয়েছে , ওয়াশিংটন যদি তার হামলা বন্ধ এবং সামুদ্রিক অবরোধ তুলে নেওয়ার নিশ্চয়তা দেয় , তবে ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার শর্ত নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। ইরানের নতুন প্রস্তাব প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফ্লোরিডায় এক অনুষ্ঠানে বলেন , "আমাদের যে ধরনের চুক্তি করা দরকার, তারা সে ধরনের চুক্তি নিয়ে আসছে না এবং আমরা বিষয়টি যথাযথভাবে সম্পন্ন করব।„ তিনি আরও বলেন, "আমরা দ্রুত বের হয়ে আসব না , যাতে আরও তিন বছর পরে সমস্যাটি আবারও দেখা দিতে না পারে। „ টেলিফোনের মা ধ্যমে এই আলোচনা চলছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট এও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে , এক্ষেত্রে সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনাও তিনি নাকচ করে দেননি। আলোচনার বিস্তারিত বিবরণ অবশ্য জানা যায়নি। তবে এটি জানা গেছে যে , দুই পক্ষের মধ্যে এখনও ব্যাপক মতপার্থক্য বিরাজ করছে এ বং আগের বৈঠকের তিন সপ্তাহ পরেও নতুন করে মুখোমুখি আলোচনার কোনো তারিখ নির্ধারিত হয়নি। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

'সংস্কার নিয়ে সরকারের প্রতারণা, সনদ বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে'

বাংলাদেশের জাতীয় নাগরিক পার্টির সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির কনভেনশনে বক্তাদের অভিযোগ, সংস্কার নিয়ে বিএনপি সরকার জনগণের সাথে প্রতারণা করছে। নির্বাচনের আগে জনগণের সাথে তারা যে-সব প্রতিশ্রুতি করেছে, এখন তারা সে জায়গা থেকে সরে এসেছে। এভাবে চললে সরকার কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠবে। আজ রোববার রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মুক্তিযোদ্ধা হলে জাতীয় নাগরিক পার্টির সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত `জ্বালানি, অর্থনীতি, মানবাধিকার, সংস্কার ও গণভোট, শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনে বক্তারা এমন কথা বলেছেন। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধনী সেশনে সভাপতিত্ব করেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির সহ-প্রধান সারোয়ার তুষার। এছাড়া, প্যানেলিস্ট হিসেবে আলোচনা করেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক এবং এমপি আব্দুল হান্নান মাসউদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী এবং সমাজবিজ্ঞানী মির্জা হাসান।

আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনের পরেই আমি বলেছি, এটা প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার সংসদ। আমি কেন এলাম এই সংসদে এবং কী পেলাম? যে অধ্যাদেশগুলো আইন করলে সরকারের ক্ষমতা বাড়বে, সেগুলোকে

তারা আইনে পরিণত করেছে। কিন্তু যেগুলো সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে, সেগুলো তারা ল্যাপস করে বাতিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সময়ে ভোট চুরি করে নির্বাচিত বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিনিধিদের সরাতে একটি বিশেষ মুহূর্তে অন্তর্বর্তী সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করেছিল, নির্বাচিত সরকার এসে সেটিকে আইনে পরিণত করেছে। যার মাধ্যমে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই তারা স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের অপসারণ করতে পারবে। ফলে বিরোধী দলের কাউকে তাদের অপছন্দ হলে, তাকে সরিয়ে পছন্দমতো প্রশাসক বসাতে পারবে। তিনি বলেন, আমাদের কিছু দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও বিএনপির প্রস্তাবনা অনুযায়ী পুলিশ কমিশন হয়েছে। কিন্তু সরকারে গিয়ে এটি বিএনপির পছন্দ হচ্ছে না। তারা গুম কমিশন বাতিল করেছে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় বিএনপিই চাচ্ছিল। কিন্তু সরকারে গিয়ে তা বাতিল করল। সংবিধান সংস্কারের যে কথা এসেছে, সেখান থেকেও বিএনপি সরে গেছে। আমরাও তাহলে নতুন সংবিধানের দাবিতে ফিরে যাব।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দিলারা চৌধুরী বলেন, ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক দল সম্মিলিতভাবে যে-সব সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিল, বিএনপি ক্ষমতায় এসে তার একটিও বাস্তবায়ন করেনি। ২৪-এর অভ্যুত্থানের পর কী ফল হলো? আমরা একটা প্রতারণামূলক দলের সাথে আমরা কাজ করছি। যারা প্রথম থেকে ম্যাটিকুলাসলি প্ল্যান করেছে, যেন অভ্যুত্থানের পর আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি, তা ভেস্তে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের এলিট, সিভিল-মিলিটারি-বুরোক্রেসি ক্ষমতা ছাড়তে চায় না। সে কারণে তারা সংস্কারকে ভন্ডুল করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ সংসদে দাঁড়িয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, কানাডায় যদি কোনো মন্ত্রী এরকম মিথ্যা কথা বলত, তাকে সেদিনই পদত্যাগ দিতে হতো। তিনি বলেন, নির্বাচনে দুইমাসও যায়নি। এর মধ্যে আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে। জুলাই সনদে ও অধ্যাদেশে রেখে যাওয়া গুম, মানবাধিকার, দুদক, বিচার বিভাগসহ একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার বাতিল করছে সরকার। কাউন্সিল গঠন করে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল। যার ফলে প্রতিষ্ঠান স্বাধীন থেকে নির্বাহী বিভাগের বাইরে গিয়ে কাজ করতে পারবে, কিন্তু সেটিও হয়নি। এগুলো না হলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠবে। ফলে সরকারকে জুলাই সনদ ও গণভোট মানতে হবে, তা না হলে তারা হাসিনার সরকারের দিকেই ফিরে যাবে।

সমাজবিজ্ঞানী মির্জা হাসান বলেন, জুলাই সনদে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি অনন্য বিষয়। যার মূল কথা হলো রাষ্ট্রের যে প্রধান তিনটি অঙ্গ রয়েছে তথা বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ঠিক রাখা। তিনি বলেন, সংবিধান সংস্কার কমিটির প্রথমদিকে যে কথা বলেছে, তার অনেক কিছু র‍্যাডিক্যাল ছিল। বিশেষ একই ব্যক্তি সরকার প্রধান এবং দলের প্রধান হতে পারবে না। সেখানে বিএনপি চাপ তৈরি করার কারণে কম্প্রমাইজ করা হয়েছে। এরপরও যেটি রক্ষা হয়েছে, সেটিও অনেক বড়ো অর্জন ছিল। সেটাও যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারতাম! তিনি আরো বলেন, সুশীল সমাজ বলেছে, এই সনদের সাথে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এটি ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, ঐকমত্য কমিশনে আসার জনগণের মতামত নেওয়া হয়েছে, জরিপ করা হয়েছে। সমালোচনা রয়েছে যে, মানুষ গণভোটে না বুঝে ভোট দিয়েছে। কিন্তু দেখবেন, ব্রেক্সিট যখন হলো, তখন একটি জটিল রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল। ১৯৯১ সালের গণভোটে সংবিধান থেকে একটি লাইন তুলে দেওয়া হয়েছে, যেটার জন্য সংবিধান সম্পর্কে জানতে হবে। ফলে মানুষ নিজেদের মতো করে বুঝতে পারে। তাদেরকে সম্মান করতে হবে। তাদের মতো করে তারা বোঝে।

আরেকটা কথা বলা হয়, আইন করে লাভ নেই, মানুষকে ভালো হতে হবে। এটা বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। কারণ মানুষ ফেরেশতা না। ফলে তার হাত-পা বেধে দিতে হবে। এটাই সনদের মূলকথা। সরোয়ার তুষার বলেন, বিএনপি সরকার সংস্কার করতে চায় না। অনেকে এতদিন তাদের একটি `বেনিফিট অব ডাউট, দিতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রথম অধিবেশনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের পর এটা পরিষ্কার যে, বিএনপি সরকার আর সংস্কার করবে না। শুধু তাই নয়, দলীয় ও নির্বাচনি ইশতেহারে যে সংস্কারের কথা তারা বলেছে, সেখানে ফেরাও বিএনপির পক্ষে সম্ভব না। তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ইতোমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ বাতিলসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে দলীয়করণের মাধ্যমে তারা তা ভঙ্গ করেছে। সেশনের সভাপতি আখতার হোসেন বলেন, ক্ষমতায় বাহানায় বিএনপি সরকার আর সংস্কার করতে চায় না। তারা ক্ষমতা নিরঙ্কুশ উপভোগ করতে চায়। বিএনপি বারবার নোট অব ডিসেন্টের কথা বলছে। অথচ, ঐকমত্য কমিশনে বিষয়টি এমনভাবে এসেছে যে, মূল বিষয়ে সবাই একমত। কারও ভিন্ন কোনো মত থাকলে তা পাশে উল্লেখ করবে। অর্থাৎ নোট অব ডিসেন্ট মুখ্য নয়। তাছাড়া গণভোটের পর বিএনপির রাজি-না রাজি আর কোনো মুখ্য বিষয়ই নয়। তিনি বলেন, বিএনপি বলেছে, চারটি প্রশ্নে আধাটায় তাদের আপত্তি। গণভোটের কোন বিষয়ে আপনাদের আপত্তি, তা পরিষ্কার করতে হবে। কারণ গণভোটের প্রশ্নগুলোতে খুব স্পষ্ট করে বলা ছিল যে, একটা উচ্চ কক্ষ হবে ভোটের পিআর অনুযায়ী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার হবে, নতুন একটা ফরমুলা অনুযায়ী এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগ হবে একটা নিরপেক্ষ বোর্ডের মধ্য দিয়ে। যে বিষয়গুলোতে আমরা সবাই একমত এরকম ৩০টি বিষয় সেখানে উল্লেখ করা ছিল। আর কিছু বিষয় ছিল, যেগুলো রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ইশতেহার অনুযায়ী সেগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারতো। তিনি আরো বলেন, এখানে আপনাদের আপত্তি কোথায়? তাহলে কি সংস্কারগুলো বিএনপি

দেশের জন্য নেতিবাচক মনে করে? আমরা যে সংবিধান বিষয়ে সংস্কারগুলোর কথা বলেছি, সেগুলো বেসিক স্ট্রাকচারকে লঙ্ঘন করে। তখনই প্রশ্ন এসেছিল, কেবল সংশোধন করে কি বিষয়টাকে টেকসই করা সম্ভব? তখন সংসদের মাধ্যমে সংশোধনী আর গণপরিষদের মাধ্যমে নতুন সংবিধান-এর মাঝামাঝি একটা আইডিয়ার ব্যাপারে আমরা একমত হই, সেটাই ছিল সংবিধান সংস্কার পরিষদ। কিন্তু বিএনপি এখন সেটা থেকে দূরে সরে এসেছে। গণভোটের জনগণের রায়কে অমর্যাদা না করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। সেশনটি মডারেট করেন জাতীয় নারী শক্তির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

বাংলাদেশে হাম ও হামের উপসর্গে মারা গেল আরও ১০ শিশু, এ পর্যন্ত মৃত্যু ২৯৪

বাংলাদেশে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত শিশুরা চিকিৎসা নিচ্ছে রাজধানীর ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে। হাম ও হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় (শনিবার সকাল ৮টা থেকে রোববার সকাল ৮টা) আরও ১০ শিশু মারা গেছে। এর মধ্যে এক শিশুর হাম শনাক্ত হয়েছিল। হামের উপসর্গ ছিল ৯ শিশুর। এ সময়ে সারা দেশে আরও ১ হাজার ১৬৬ শিশুর শরীরে হামের উপসর্গ দেখা দেওয়ার তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। হাম শনাক্ত হয়ে একটি শিশু ঢাকায় মারা গেছে। আর হামের উপসর্গে বরিশালে ২, চট্টগ্রামে ১, ঢাকায় ৪, খুলনায় ১ ও সিলেটে ১ শিশু মারা গেছে। আজ রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্যগুলো জানানো হয়েছে। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে ২৪৪ শিশুর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৫০ শিশু।
(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ আলী আহমেদ)

ডয়চে ভেলে

১৭ পুলিশ কর্মকর্তার বাধ্যতামূলক অবসর

বাংলাদেশ পুলিশের ১৫ জন ডিআইজিসহ মোট ১৭ জন কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার।
রোববার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে সই করেছেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী। এতে বলা হয়েছে, পুলিশ কর্মকর্তাদের সরকারি চাকরি আইন-২০১৮-এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী, জনস্বার্থে সরকারি চাকরি থেকে অবসর দেওয়া হয়েছে। এই কর্মকর্তারা হলেন- এন্টি টেরোরিজম ইউনিটের ডিআইজি মফিজ উদ্দিন আহম্মেদ, ঢাকা হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি ইমতিয়াজ আহমেদ, ঢাকা সিআইডির ডিআইজি মো. হাবিবুর রহমান, পুলিশ অধিদপ্তরের (টিআর) ডিআইজি সালেহ মোহাম্মদ তানভীর, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের পরিচালক মো. হারুন-অর-রশীদ, পুলিশ স্টাফ কলেজের ডিআইজি এস এম আক্তারুজ্জামান, নোয়াখালী পিটিসির কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) মো. হায়দার আলী খান, খুলনা পিটিসির কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) মো. মাহবুবুর রহমান ভুঁইয়া, ট্যুরিস্ট পুলিশের ডিআইজি মো. রুহুল আমিন, ঢাকা হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি মো. রফিকুল হাসান গনি। এ তালিকায় আরো আছেন- ঢাকা নৌ-পুলিশের ডিআইজি মো. মিজানুর রহমান, রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার (ডিআইজি, সিআইডি হিসেবে বদলির আদেশপ্রাপ্ত) মো. মজিদ আলী, ঢাকা পুলিশ অধিদপ্তরের ডিআইজি কাজী জিয়া উদ্দিন, ঢাকা রেল পুলিশের ডিআইজি মো. গোলাম রউফ খান, রংপুর পিটিসির কমান্ড্যান্ট (ডিআইজি) শেখ মোহাম্মদ রেজাউল হায়দার, ঢাকা হাইওয়ে পুলিশের ডিআইজি রখফার সুলতানা খানম ও রেল পুলিশের পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি) ফারহাত আহমেদ। অবসরে পাঠানো এই কর্মকর্তারা আইন অনুযায়ী অবসরজনিত সরকারি সুবিধা পাবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫ ২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

সরকারের মতো জনপ্রশাসনের কোনো পদও চিরস্থায়ী নয়: প্রধানমন্ত্রী

জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) পেশাদারিত্ব, নিরপেক্ষতা ও জনমুখী প্রশাসন নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, পদোন্নতি বা পছন্দের পোস্টিংয়ের জন্য পেশাদারিত্বের সঙ্গে আপোশ করলে তা জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি সরকার যেমন চিরস্থায়ী নয়, জনপ্রশাসনের কোনো পদ কারও জন্য চিরস্থায়ী নয়। রোববার (৩ মে) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে শুরু হওয়া জেলা প্রশাসক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, এই সম্মেলন ৬ মে পর্যন্ত চলবে এবং এটি বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে জেলা প্রশাসকদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে, জনরায়ের প্রতিফলন ঘটলে জনপ্রশাসনের পক্ষে সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব। একইসঙ্গে অতীতের শাসনামলে প্রশাসনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রভাবিত করার উদাহরণও রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। নির্বাচন পরিচালনায় পেশাদারিত্বের পরিচয় দেওয়ায়, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনপ্রশাসনের প্রতিটি পদই রাষ্ট্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে-কোনো পদে দায়িত্ব পালনের মানসিকতা থাকতে হবে এবং দেশের যে-কোনো স্থানে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে

হবে। তিনি বলেন, কোনো সরকার যেমন চিরস্থায়ী নয়, তেমনি প্রশাসনের কোনো পদও স্থা য়ী নয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যে-কোনো সময় যে-কোনো পদে দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত থাকলে জনপ্রশাসনে পেশাদারিত্ব আরও দৃঢ় হবে। তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগ, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও ভঙ্গুর অবস্থা বিরাজ করছিল। এর পাশাপাশি বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিও নতুন সরকারের জন্য একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

হামে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিন মরছে শিশু, দায় কার?

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব প্রকট। প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে শিশু। টিকা সংকটের কথা বলছে অনেকে। অথচ , টিকা পাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার আগেও আক্রান্ত হচ্ছে শিশুরা। সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন গবেষণা এবং সে আলোকে কার্যকরী পদক্ষেপ। কিন্তু না , দায়িত্বশীল পর্যায়ে চলছে ইঁদুর -বিড়াল খেলা । দায় চাপানোর প্রবণতা চোখে পড়ার মতো। সরকারের রোগতত্ত্ব , রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) কোনো উদ্যোগ নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে হামের প্রাদুর্ভাব কেন্দ্র করে বিভিন্ন মাধ্যমে নানান আলোচনা চলছে। প্রাদুর্ভাব কেন ঘটলো , তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং কীভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা যায় , এই প্রসঙ্গে আলাপ -আলোচনাই এই মুহূর্তে সবচাইতে জরুরি। কিন্তু এই আলোচনাকে পাশ কাটিয়ে কেউ কেউ হামের সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবের জন্য আগের সরকারের ওপর দায় চাপাচ্ছেন। এমনকি মারা যাওয়া অনেক শিশু এত শ তাংশ টিকা পায়নি বলেও প্রচার করছে। কিন্তু টিকা না পাওয়া এই সংখ্যার বয়স কত প্রশ্ন করলে সদুত্তর দিচ্ছে না। টিকা পাওয়ার বয়সের আগেই আক্রান্ত হচ্ছে কেন, সমাধানে কী কী উদ্যোগ প্রয়োজন, এসব নিয়ে গবেষণা জরুরি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

বিদেশ পাঠানোর নামে প্রতারণা, কচুয়ায় শতাধিক পরিবার বিপাকে

চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার পালাখাল মডেল ইউনিয়নের মেঘদাইর গ্রামে বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি , এক প্রবাসী আদম বেপারির কাছে পুরো গ্রামই যেন জিম্মি হয়ে পড়েছে। কেউ টাকা দিয়ে, কেউ সালিশ করে, আবার কেউ বিনিয়োগ করে এখন চরম বিপাকে রয়েছেন। প্রবাসের স্বপ্ন ভেঙে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে গ্রামবাসী। অভিযুক্ত মো. হুমায়ুন গাজী উপজেলার ৫নং পশ্চিম সহদেবপুর ইউনিয়নের দারাশাহী তুলপাই গ্রামের সোনা মিয়ার ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন মালদ্বীপে ছিলেন। দেশে এসে সহজ -সরল গ্রামবাসীদের মালদ্বীপে পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে প্রতিজনের কাছ থেকে দুই লাখ টাকা করে নেন বলে অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে মেঘদাইর গ্রামের টং দোকানদার ইয়াছিন মিয়ার ছেলে শাকিবুল ইসলামকে বিদেশে পাঠানোর কথা বলেন তিনি। এজন্য দুই লাখ টাকা দাবি করা হয়। ইয়াছিন মিয়া এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে এক লাখ টাকা এবং পাসপোর্টসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন। পরে মালদ্বীপে যাওয়ার পর বাকি টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হলে সুদে টাকা এনে সেটিও পরিশোধ করেন তিনি। এরপর ভিসা-টিকিট হয়ে গেছে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে আরও কয়েকটি পরিবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করে। একই গ্রামের নয়ন হোসেন, আব্দুল্লাহ, মঞ্জির হোসেনসহ আরও কয়েকজন বিদেশ যাওয়ার আশায় টাকা দেন। তারা জানান , প্রত্যেকের কাছ থেকেই দুই লাখ টাকা নেওয়া হয়েছে , তবে কাউকেই নির্ধারিত সময়ে বিদেশে পাঠানো হয়নি। ভুক্তভোগীরা আরও জানান , বারবার টাকা ফেরতের আশ্বা স দিলেও, তা বাস্তবায়ন করেননি হুমায়ুন গাজী। পরে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সালিশ বসে। সালিশে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে তিন কিস্তিতে টাকা ফেরতের লিখিত সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু সেটিও কার্যকর হয়নি। পরবর্তীতে ভুক্তভোগীরা কচুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

বায়ুদূষণের শীর্ষে ঢাকা

বায়ুদূষণের তালিকায় আজ শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। এর পরে রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা। রোববার (৩ মে) সকাল ৮টা ৪৬ মিনিটে বায়ুর মান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের (আইকিউএয়ার) সূচক থেকে জানা গেছে এসব তথ্য। স্কোর শূন্য থেকে ৫০-এর মধ্যে থাকলে বায়ুর মান ভালো বলে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ হলে মাঝারি বা সহনীয় ধরা হয় বায়ুর মান। সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। অন্যদিকে, ১৫১ থেকে ২০০ পর্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচিত হয়। স্কোর ২০১ থেকে ৩০০ হলে খুবই অস্বাস্থ্যকর বলে বিবেচনা করা হয়। এছাড়া, ৩০১-এর বেশি হলে তা দুর্যোগপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

সিলেটে ট্রাক-পিকআপ সংঘর্ষে নিহত ৮

সিলেটের দক্ষিণ সুরমার তেলিবাজারে ট্রাক ও পিকআপে র সংঘর্ষে ৮ জন নিহত হয়েছেন। রোববার (৩ মে) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের তেলিবাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক নিহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। নিহতদের বেশিরভাগ নির্মাণ শ্রমিক বলে জানা গেছে। তারা সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ যাচ্ছি লেন। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের (এসএমপি) অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম)

মো. মঞ্জুরুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একটি পিকআপে করে বেশ কয়েকজন শ্রমিক সিলেট থেকে সুনামগঞ্জের দিকে যাচ্ছিলেন। তেলিবাজার এলাকায় যাওয়ার পর উল্টো দিক থেকে আসা কাঁঠাল ভর্তি একটি ট্রাকের সঙ্গে পিকআপের সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে চারজনের মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর আরও চারজনের মৃত্যু হয়। মরদেহ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়েছে। নিহতদের পরিচয় শনাক্তে পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছে এসএমপি। সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (গণমাধ্যম) মো. মঞ্জুরুল আলম বলেন, সংঘর্ষে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হতাহতদের পরিচয় শনাক্ত করতে পুলিশ কাজ করছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

এনসিপিতে যোগ দিলেন গণঅধিকারের অর্ধশতাধিক নেতা-কর্মী

বরিশালে গণঅধিকার ও যুব অধিকার পরিষদের অর্ধশতাধিক নেতা -কর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন। শনিবার (২ মে) দুপুরে বরিশাল প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন। এসময় তাদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বরিশাল জেলা এনসিপির আহ্বায়ক আবু সাঈদ মুসা। মুসা বলেন, বিভিন্ন দল থেকে আগ্রহী নেতা-কর্মীদের মধ্যে শতাধিক ব্যক্তি এদিন সদস্য ফরম পূরণ করে দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। এনসিপিতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন - গণঅধিকার পরিষদ বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলা শাখার সভাপতি সিরাজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাসুম হাওলাদার, বাবুগঞ্জ উপজেলা যুব অধিকার পরিষদের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ, কেদারপুর ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান খানসহ উজিরপুর, গৌরনদী, মেহেন্দিগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন, এনসিপি বরিশাল জেলার সদস্য সচিব আবু সাঈদ খান ফেরদৌস, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব আবেদ আহমেদ রনি, জাতীয় নারী শক্তির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক নাফিসা মুসতারি, সাংগঠনিক সম্পাদক আসিফ আলী ও ইমরান হোসেন, দপ্তর সম্পাদক নাজমুল হাসান প্রমুখ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

বুড়িমারীতে ভারতের সহকারী হাইকমিশনার ভিসা জটিলতা নিরসনের আশ্বাস

লালমনিরহাটের বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাইকমিশনার শ্রী মনোজ কুমার। শনিবার (২ মে) দুপুর দেড়টার দিকে তিনি এ সীমান্ত বন্দর পরিদর্শনে যান। এসময় তিনি দুই দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়ন এবং ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে আশ্বাস দেন। বন্দর পরিদর্শনে গেলে শুল্ক স্টেশন (কাস্টমস), বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও আমদানি-রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সহকারী হাইকমিশনারকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে তিনি বুড়িমারী স্থলবন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, শুল্ক স্টেশন কর্মকর্তা ও ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ শেষে তিনি স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। বৈঠকে দু ,দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও সীমান্ত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ নিয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

চালু হতে পারে সম্পদ কর, ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি কমানোর আশ্বাস

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটময় পরিস্থিতিতে নতুন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বাজেট দিতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। আসন্ন বাজেটের আকার বড়ো হলেও, কর ছাড় সুযোগ কমার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ব্যবসার পরিবেশ নিশ্চিতে নেওয়া হবে পদক্ষেপ। আসন্ন বাজেটে কর ছাড়ে স্বস্তি না-ও পেতে পারেন ব্যবসায়ীরা। তবে, বাজেটে রিটার্ন দাখিল ও অডিট সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ থাকছে। সীমিত আকারে চালু হতে পারে সম্পদ কর। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০ বছর পর জাতীয় সংসদে বাজেট দিতে যাচ্ছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) মাসব্যাপী প্রাক-আলোচনা শেষ হয়েছে। সারা দেশের ব্যবসায়ীদের দাবি ও প্রস্তাব শুনেছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান। ব্যবসায়ীদের কর ছাড়ের সংস্কৃতি থেকে বের হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে , দিয়েছেন ব্যবসায়ীদের হয়রানি ও ভোগান্তি কমানোর আশ্বাস। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যয় কমছে বাড়ছে সুদ

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জ্বালানি লোডিং শুরু হয়েছে ২৯ এপ্রিল। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৩তম পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারকারী দেশ। জাতীয় গ্রিডে এখান থেকে পূর্ণ সক্ষমতায় বিদ্যুৎ পেতে সময় লাগবে প্রায় ১০ মাস। এর আগেই প্রকল্পে কিছু কাটছাঁট হচ্ছে। সার্বিকভাবে ব্যয় কমেছে দুই হাজার কোটি টাকার বেশি। পাশাপাশি বাড়ছে সুদ। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ ইভাকুয়েশনের (নিরাপদে গ্রিডে স্থানান্তর করার প্রক্রিয়া) জন্য সঞ্চালন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সংশোধন করা হচ্ছে। এখন একনেকে পাস হওয়ার অপেক্ষা। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য নেওয়া এ প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণে সুদ বাড়ছে ৮২৬ কোটি

টাকা। কিছু ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ানো হয়েছে। আবার কমানো হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে। তবে সব মিলিয়ে প্রকল্পে সামগ্রিক ব্যয় কমছে দুই হাজার ৩২৯ কোটি টাকা। পাওয়ার গ্রিড বাংলাদেশ পিএলসি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের অবকাঠামোগত অগ্রগতি ৯৮ দশমিক ৮০ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

এলপিজির নতুন দাম নির্ধারণ

ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) মে মাসের জন্য দাম নির্ধারণ করেছে সরকার। এতে দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ১২ কেজির সিলিন্ডার ১ হাজার ৯৪০ টাকায় পাওয়া যাবে। রোববার (৩ মে) বিকেলে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নতুন এই দাম ঘোষণা করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। এর আগে, গত এপ্রিল মাসেই দুই দফায় বাড়ানো হয় এলপিজির দাম। এপ্রিলের শুরুতে প্রতি কেজিতে বেড়েছিল ৩২ টাকা ৩০ পয়সা। এরপর গত ১৯ এপ্রিল প্রতি কেজিতে বাড়ানো হয় ১৭ টাকা ৬২ পয়সা। এতে বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ১ হাজার ৭২৮ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৯৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। গত মাসের (এপ্রিল) এই দাম মে মাসেও বহাল থাকলো।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

দুর্নীতি মামলায় সাবেক আইজিপি বেনজীরের কিার শুরু

জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত বিপুল সম্পদ অর্জনের অভিযোগে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অ ভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। এর মধ্য দিয়ে মামলাটির আনুষ্ঠানিক বিচারকাজ শুরু হলো। একইসঙ্গে আদালত মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ১৩ মে দিন ধার্য করে ছেন। রোববার (৩ মে) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫ এর বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী সোহানুর রহমান। আদালত সূত্রে জানা যায় , দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে আইনজীবী মীর আহমেদ আলী সালাম অভিযোগ গঠনের পক্ষে শুনানি উপস্থাপন করেন। তবে , আসামি পলাতক থাকায় তার পক্ষে কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। এর আগে , গত ৮ মার্চ আদালত মামলার অভিযোগপত্র গ্রহণ করে বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। দুদকের উপ-পরিচালক হাফিজুল ইসলাম বাদী হয়ে ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর মামলাটি দায়ের করেন। তদন্ত শেষে ৩০ নভেম্বর তার বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় -বহির্ভূত সম্পদ অর্জন, সম্পদের তথ্য গোপন এবং অর্থপাচারের অভিযোগে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, বেনজীর আহমেদ তার সম্পদ বিবরণীতে মোট প্রায় ১২ কোটি টাকার সম্পদ দেখা লেও, তদন্তে প্রায় ১৫ কোটি ৬৮ লাখ টাকার সম্পদের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে স্থাবর সম্পদ ৭ কোটি ৫২ লাখ টাকার বেশি এবং অস্থাবর সম্পদ ৮ কোটি ১৫ লাখ টাকার বেশি। তদন্তে তার বৈধ আয়ের উৎস হিসেবে প্রায় ৬ কোটি ৫৯ লাখ টাকা শনাক্ত করা হয়েছে। ব্যয় বাদ দিলে তার নিট সঞ্চয় দাঁড়ায় প্রায় ৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। ফলে প্রায় ১১ কোটি ৪ লাখ টাকার সম্পদ জ্ঞাত আয় -বহির্ভূত বলে অভিযোগে উঠে এসেছে। দুদকের অভিযোগ অনুযায়ী , এসব অর্থের প্রকৃত উৎস ও মালিকানা গোপন রেখে বেনজীর আহমেদ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব , ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানে র মাধ্যমে বিনিয়োগ, স্থানান্তর ও রূপান্তর করেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

মোহাম্মদপুরে গুলিবর্ষণ, শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ঢাকার মোহাম্মদপুরে ছাত্রদল কর্মী গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় , সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৪০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশ। দীর্ঘ তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্টতা না পাওয়ায়, ১২৭ জনকে অব্যাহতির সুপারিশ করা হয়েছে। রোববার (৩ মে) ঢাকা মহানগর পুলিশের প্রসিকিউশন বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা মোহাম্ম দপুর থানার এসআই ফেরদৌস জামান গত ২০ এপ্রিল আদালতে এ অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তিনি জানান , তদন্তে দেখা গেছে, অব্যাহতি পাওয়া ১২৭ জন ঘটনার সময় এলাকায় উপস্থিত ছিলেন না , ফলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ টেকসই হয়নি। ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ডের ময়ূর ভিলা এলাকায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ চলাকালে এ ঘটনা ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, বিকেল পৌনে ৩টার দিকে আন্দোলনকারীদের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে ছাত্রদল কর্মী শেখ মোহাম্মদ আশিক গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। আহত অবস্থায় তাকে রাস্তায় ফেলে রেখে যায় হামলাকারীরা। ঘটনার প্রায় দুই মাস পর , ২৮ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন আশিক। মামলায় শেখ হাসিনাসহ ১২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এবং অজ্ঞাতনামা আরও ১০০ থেকে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়। অভিযোগপত্রে বিগত সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন নেতার নামও উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন - আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের , সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল , জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাবেক সংসদ সদস্য সাদেক খান এবং স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

হাওরের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তিনমাস খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে: ত্রাণমন্ত্রী

আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলে হাওরাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আগামী তিনমাস সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। রোববার (৩ মে) সকালে লালমনিরহাটের বড়বাড়ি শহিদ আবুল কাশেম মহাবিদ্যালয় মাঠে 'বিদ্যানন্দ আত্ম-কর্মসংস্থান প্রকল্প ২০২৬,-এর উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা জানান। ত্রাণমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, হাওর অঞ্চলের জেলাগুলোতে আকস্মিক ঢলের কারণে লাখ লাখ হেক্টর আবাদি জমি ও ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। সেখানকার কৃষকরা চরম অসহায় অবস্থায় পড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত এসব কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। কৃষকদের সহায়তায় মন্ত্রণালয় থেকে আগামী তিন মাস খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে। তিনি বলেন, কৃষি মন্ত্রণালয়কে কৃষকদের পুনর্বাসনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তার লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডুবে যাওয়া অংশগুলোর কৃষকদের ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত কৃষকদের একটি বিশেষ কার্ড দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে তারা প্রতি মাসে এই সহায়তা পাবেন। সহায়তা কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধনের লক্ষ্যে আগামী ৬ মে মন্ত্রী সুনামগঞ্জ সফর করবেন বলেও জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ রুবাইয়া)

টানা ৮ মাস কমার পর এপ্রিলে বেড়েছে রপ্তানি আয়

টানা আট মাসের নিম্নমুখী ধারা ভেঙে চলতি বছরের এপ্রিলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়। তৈরি পোশাক খাতের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধিতে এপ্রিল মাসে রপ্তানি বেড়েছে ৩২ দশমিক ৯২ শতাংশ। রোববার (৩ এপ্রিল) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) এ তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে দেশের রপ্তানি আয় ২ শতাংশ কমে ৩৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ৪০ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। ইপিবি জানায়, এপ্রিল মাসে রপ্তানি আয় ৩২ দশমিক ৯২ শতাংশ বেড়ে ৪ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০২৫ সালের এপ্রিলে ছিল ৩ বিলিয়ন ডলার। এ শক্তিশালী পুনরুদ্ধার বৈশ্বিক বাজারে নতুন করে চাহিদা বৃদ্ধি ও দেশের রপ্তানি খাতগুলোর সক্ষমতার প্রতিফলন। এপ্রিল মাসে প্রায় সব প্রধান রপ্তানি খাতেই ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

ভোজ্যতেলের সরবরাহ এখন অনেকটাই স্বাভাবিক: বাণিজ্যমন্ত্রী

রাজধানীর বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ ও মূল্য পরিস্থিতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে আকস্মিক পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। এসময় তিনি বাজারে ভোজ্যতেলের সরবরাহ 'অনেকটাই স্বাভাবিক, বলে জানান। রোববার (৩ মে) বিকেলে কারওয়ান বাজারের চিকেন মার্কেট এলাকায় বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন তিনি। এসময় মন্ত্রী ডিলার, পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে সরবরাহ ব্যবস্থা ও বাজার পরিস্থিতির খোঁজ-খবর নেন। পরিদর্শনকালে খুচরা বিক্রেতারা জানান, ভোজ্যতেলের সরবরাহ আগের তুলনায় বেড়েছে। ডিলারদের পক্ষ থেকেও সরবরাহ বেড়েছে বলে জানানো হয়। ৫ লিটার বোতলজাত তেলের চাহিদা বেশি উল্লেখ করে তারা বলেন, ক্রেতারা এখন খোলা তেলের পরিবর্তে বোতলজাত তেলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সরেজমিনে দেখা যায়, ৫ লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল ৯৭০-৯৭৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া, আগের সরবরাহ করা ১ লিটার ও ২ লিটার বোতলজাত তেল যথাক্রমে ১৯৫ টাকা ও ৩৯০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিকে সুপারিশপ্রাপ্ত ১৪ হাজার শিক্ষকের কেউ বাদ পড়বে না

অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চূড়ান্তভাবে নিয়োগের সুপারিশপ্রাপ্ত ১৪ হাজার ৩৮৪ জনের কেউ বাদ পড়বে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। রোববার (৩ মে) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা জানান। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যদিও ১৪ হাজারের বেশি সহকারী শিক্ষক নিয়োগটা তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে। অনেক প্রশ্ন রয়েছে। তবুও আমরা কাউকে বাদ দিচ্ছি না। সবাই যোগদানের সুযোগ পাবে। কবে নাগাদ যোগদান হতে পারে- এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, খুব শিগ্‌গির। সচিবালয়ে গিয়ে ফাইল খুলে দেখে এটা বলা যাবে। কী কী প্রসিডিউর বাকি আছে, সেটা দেখতে হবে। প্রসিডিউর শেষ হলেই যোগদান করানো হবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

এমপি হিসেবে এনসিপির নুসরাতের গেজেট প্রকাশ না করার আবেদন মনিরার

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেত্রী নুসরাত তাবাসসুমের গেজেট প্রকাশ না করার আবেদন জানানো হয়েছে। রোববার (৩ মে) রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া এক চিঠিতে এই আবেদন জানি য়েছেন দলটির আরেক নেত্রী মনিরা শারমিন। রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দেওয়া চিঠিতে মনিরা শারমিন উল্লেখ করেন, তার দায়ের করা রিট পিটিশনের শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নুসরাত

তাবাসসুমকে নির্বাচিত ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ করা উচিত হবে না। অন্যথায় , তিনি অপূরণীয় ক্ষতির সম্মু খীন হতে পারেন। চিঠিতে তিনি বলেন , সংরক্ষিত নারী আসনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার পর তার মনোনয়নপত্র প্রথমে বাতিল করা হয় এবং পরে আপিলও খারিজ হয়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি হাইকোর্টে রিট দায়ের করেন, যার শুনানির দিন নির্ধারিত রয়েছে ৪ মে। তাই আদালতের সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের অপেক্ষা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

হামের টিকা পেয়েছে ৮১ শতাংশ শিশু, বাকিরাও শিগ্‌গির পাবে : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশে হামের টিকা নেওয়ার উপযোগী ৮১ শতাংশের বেশি শিশুর টিকাদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন , স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন , "হামের ক্ষেত্রে আমরা ৮১ শতাংশ টিকা কভার করেছি। বাকিটাও খুব শিগ্‌গির কভার করে ফেলবো। দ্রুত আমরা শতভাগ শি শুকে টিকার আওতায় আনতে কাজ করছি।„ রোববার (৩ মে) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জে লা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন , "বর্তমানে হাম নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং মৃত্যুহারও কমেছে। পর্যাপ্ত টিকা আছে এবং সারা দেশে টিকার সরবরাহও ঠিক আছে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের স্টোরে আগুন, তিন কর্মকর্তা ৪ দিনের রিমান্ডে

রাজধানীর মিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের স্টোর রুমে অগ্নিকাণ্ড ও ল্যাপটপসহ বিভিন্ন মালামাল চুরির মামলায় অধিদপ্তরের তিন কর্মকর্তাকে ৪ দিন করে রিমান্ডে পাঠিয়েছেন আদালত। রিমান্ডপ্রাপ্তরা হলেন - গবেষণা কর্মকর্তা ও স্টোর ইনচার্জ জিয়াদ আলী বিশ্বাস, স্টোর কিপার (মাস্টার রোল) হুমায়ুন কবির খান এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর শহিদ হোসাইন। রোববার (৩ মে) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তাদের হাজির করে পুলিশ। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তদন্ত কর্মকর্তা তাদের ৭ দিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রে ট দিদারুল আলম প্রত্যেককে চারদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

বহির্নোঙর থেকে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ দুটি আনা হলো জেটিতে

চট্টগ্রাম বন্দরে দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজ দুটিকে বহির্নোঙর থেকে বন্দরের জেটিতে আনা হয়েছে। রোববার (৩ মে) দুপুরে জাহাজ দুটিকে জেটিতে আনা হয়। এর মধ্যে `মায়ারস্ক চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বন্দরের জেনারেল বার্থ -১৩ এবং `এইচ আর তুরাগ , এনসিটি ৪ নম্বর বার্থে বার্থিং করা হয়েছে। জাহাজ দুটিতে বি ভিন্ন আমদানিকারকের ২ হাজার ৮০০টি ইইউস পণ্য রয়েছে বলে জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম বিষয়টি নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, রোববার দুপুরে জাহাজ দুটিকে বন্দরের বার্থে নিয়ে আসা হয়েছে। এর আগে, শুক্রবার (১ মে) জাহাজ দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

সিসি ক্যামেরায় শনাক্ত, ই-প্রসিকিউশন ব্যবস্থায় যাচ্ছে নোটিশ

রাজধানীতে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে সিসি ক্যামেরা ও ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘন শনাক্ত করে ই -প্রসিকিউশন বা মামলা কার্যক্রম জোরদার করেছে ঢাকা মে ট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। ডিএমপি বলছে, ট্রাফিক আইন অমান্যকারী মালিক ও চালকদের বিরুদ্ধে ভিডিও মামলার মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে, মামলার নোটিশ পাওয়ার পরও সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগে হাজির না হলে, তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া (সমন বা গ্রে ফতারি পরোয়ানা) বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্প্রতি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে যানবাহন চালকদের সতর্কতা করে রোববার (৩ মে) ডিএমপির ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মো. সরওয়ার স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

সংসদের প্রথম অধিবেশন `ব্যর্থ,: নাহিদ ইসলাম

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন `ব্যর্থ হয়েছে, বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন , প্রথম অধিবেশনে বিভিন্ন সংস্কার প্রস্তাব কীভাবে বাস্তবায়ন হবে , সে বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকার তা না ক রে নিজের মতো সংসদ পরিচালনা করেছে। এভাবে করলে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলন আমাদের একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়াবে। রোববার (৩ মে) সন্ধ্যায় রাজধানীর কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মুক্তিযোদ্ধা হলে জাতীয় নাগরিক পার্টির সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত `জ্বালানি, অর্থনীতি, মানবাধিকার, সংস্কার ও গণভোট , শীর্ষক জাতীয় কনভেনশনের সর্বশেষ সেশনে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

ডেঙ্গুর চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধে গুরুত্ব দিতে হবে: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

ডেঙ্গুর সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব ঝুঁকি সামনে রেখে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেছেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ। চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধে গুরুত্ব দিতে হবে। রোববার (৩ মে) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী অ্যাম্বুলেন্স সংকট , হাসপাতালে ঔষ ধের ঘাটতি , ভেজাল ঔষধ বিক্রি এবং চিকিৎসকদের অনুপস্থিতির মতো সমস্যাগুলোও আলোচনায় উঠে এসেছে বলে জানান। তিনি বলেন , অবৈধ ও অপরিকল্পিত ক্লিনিকগুলোতে মোবাইল টিমের মাধ্যমে নজরদারি বাড়াতে হবে , যেন অপচিকিৎসা ও রোগী হয়রানি বন্ধ করা যায়। একইসঙ্গে ডিসপেনসারিতে ভেজাল ঔষধ বিক্রি রোধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে শুল্ক-কর অব্যাহতি অনুমোদন

নতুন ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে শুল্ক -কর অব্যাহতির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা। রোববার (৩ মে) সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় জাতীয় সংসদ ভবনের ক্যাবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ষষ্ঠ বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় , অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উদ্যোগে আনা প্রস্তাব অনুযায়ী , ন্যূনতম ১৭ আসনবিশিষ্ট সম্পূর্ণ নতুন ইলেকট্রিক বাস আমদানির ক্ষেত্রে - শিক্ষার্থী পরিবহণ ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারের জন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে শুল্ক -কর অব্যাহতি দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) ১৫ শতাংশ বহাল থাকবে। অর্থাৎ, মোট কর ভ্যাট ১৫ শতাংশই থাকবে। তবে, এর বাইরে কাস্টমস ডিউটি, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক (যদি থাকে), আগাম কর এবং অগ্রিম আয়কর অব্যাহতি দেওয়া হবে। এ সুবিধা ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত অব্যাহত রেখে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে, ৫ টন বা তদূর্ধ্ব ধারণক্ষমতার ট্রাক আমদানির ক্ষেত্রেও অনুরূপ সুবিধা দিয়ে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

কওমিকে আলাদা রাখা হবে না, আসবে সাধারণ শিক্ষার স্তরে

দেশের কওমি মা দ্রাসার শিক্ষাকার্যক্রম আর আলাদা রাখা হবে না। একে সাধারণ শিক্ষার স্তরে আনা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী ড . আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেন , "কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমি বসেছি। এটা নিয়ে তিন দফা বৈঠক হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কওমির স্তর ঠিক করতে হবে। আমরা চাই না , তারা আলাদা থাকুক। এ ধারাকে আর আলাদা রাখা হবে না। „ রোববার (৩ মে) বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন শেষে ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। এহছানুল হক মিলন বলেন , "সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কওমিদের মানসম্মত করা হবে। অর্থাৎ একই মানে আনা হবে। যেমন - দাখিল, আলিম, কামিল আছে এসএসসি, এইচএসসি ও মাস্টার্সের সমমান। কিন্তু কওমির ক্ষেত্রে শুধু দাওরাই একবারে মাস্টার্স ডিগ্রি। আমরা সব স্তরেই সমমান চালু করবো। স্তরগুলো আমাদের ঠিক করতে হবে। তাদের বোর্ডকে আমাদের মতো করতে হবে।„ (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

শাপলা চত্বর হত্যাযজ্ঞ; ঢাকায়ই ৩২ জনকে হত্যার প্রমাণ মিলেছে

২০১৩ সালের ৫ মে রাজধানীর শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সমাবেশে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত প্রায় শেষ করেছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থা। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত শুধু ঢাকায়ই ৩২ জনকে হত্যার তথ্য পাওয়া গে ছে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মো . আমিনুল ইসলাম। আগামী ৭ জুনের মধ্যেই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে বলে রোববার (৩ মে) সাংবাদিকদের জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। এর আগে , গত ৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল -১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো . গোলাম মর্তুজা মজুম দারের নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেল তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের সময় দুই মাস বাড়িয়েছিলেন। শাপলা চত্বরে ২০১৩ সালের ৫ মে,র ওই ঘটনা নিয়ে ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর বরাবর অভিযোগ করেছিলেন হেফাজতে ইসলামের নেতা আজিজুল হক। হেফাজত নেতা জুনায়েদ আল হাবিব ও ম ওলানা মামুনুল হকের পক্ষে করা এ অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২১ জনকে অভিযুক্ত করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ রিহাব)

স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশনের জন্য অংশীদারদের নিয়ে হবে পরামর্শক কমিটি : তথ্যমন্ত্রী

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে গণমাধ্যম কমিশন গঠনের লক্ষ্যে অংশীজনদের নিয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। রোববার (৩ মে) তথ্য ভবনের সম্মেলন কক্ষে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে-২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র্যা লি ও আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে গণমাধ্যম একটি জটিল বাস্তবতার মধ্যদিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধ ও সংকটপূর্ণ অঞ্চলে সাংবাদিকদের জীবনঝুঁকি যেমন বেড়েছে, তেমনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারে তথ্য প্রবাহের চরিত্রও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। ফলে গণমাধ্যমকে ঘিরে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে, যা মোকাবিলায় প্রচলিত চিন্তাধারা দিয়ে আর এগোনো সম্ভব নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার সেই অবস্থান থেকে একটি স্বাধীন,

শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। গণমাধ্যম কমিশন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, অংশীজনদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা হবে, যারা একটি গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর গণমাধ্যম কমিশনের কাঠামো নির্ধারণে কাজ করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ : ০৩.০৫.২০২৬ নারগীস)

রেডিও টুডে

ডিসিদের একগুচ্ছ নির্দেশনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ডিসি সম্মেলনে জেলা প্রশাসকদের জন্য একগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্যে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সন্ধ্যার মধ্যে মার্কেট বন্ধ রাখা , সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, খাদ্যে ভেজাল ও বাল্যবিবাহ রোধসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে ডিসিদের নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। রোববার (৩ মে) সকালে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে `জেলা প্রশাসক (ডিসি) সম্মেলন ২০২৬,-এর উদ্‌বোধন হয়। এবার চার দিনব্যাপী এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্মেলনে মোট অধিবেশন থাকছে ৩৪টি। এর মধ্যে কার্য অধিবেশন ৩০টি এবং অংশগ্রহণকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সংখ্যা হচ্ছে ৫৬টি। সম্মেলনে নির্বাচনি ইশতেহার ও জুলাই সনদ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একইসঙ্গে সততা , মেধা ও দক্ষতাই জনপ্রশাসনে পদায়ন ও বদলির নীতি ; এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। দেশের যে -কোনো স্থানে দায়িত্ব পালনের জন্য জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রস্তুত থাকতে বলেন তিনি।

ডিসিদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে সন্ধ্যার মধ্যে মার্কেট বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে ডিসিদের কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। একইসঙ্গে, মোবাইল কোর্টের (ভ্রাম্যমাণ আদালত) কার্যক্রম বাড়ানো এবং জনগণের ন্যায্য অভিযোগগুলো সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখার নির্দেশ দেন তিনি। সামাজিক শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করা, বাল্যবিবাহ বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া, খাদ্যে ভেজালকারীদের কোনোভাবেই ছাড় না দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

হাওরাঞ্চলের ছয় জেলায় ধান-চাল সংগ্রহ শুরু আজ

হাওরাঞ্চলের ছয় জেলায় আকস্মিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কথা চিন্তা করে চাল সংগ্রহের তারিখ ১৫ মে,র পরিবর্তে ৩ মে করে সরকার। আর ধান সংগ্রহের তারিখ ০৩ মে ছিল। ফলে আজ রোববার (০৩ মে) থেকেই এসব এলাকায় শুরু হচ্ছে ধান-চাল সংগ্রহ কার্যক্রম। ছয় জেলা হলো - নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ। গত শুক্রবার (০১ মে) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় , ৩ মে বোরো ধান সংগ্রহ শুরুর সঙ্গে চালও সংগ্রহ শুরু হবে। এর চাল সংগ্রহের তারিখ ছিল ১৫ মে। তবে আকস্মিক জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হাওর কৃষকদের কথা চিন্তা করে এই সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। বি জ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দেশের অন্যান্য জেলার কৃষকদের নিকট থেকে পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, ০৩ মে থেকে ধান এবং ১৫ মে থেকে চাল সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হবে। আসন্ন বোরো মৌসুমে অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে ১৮ লাখ মেট্রিক টন ধান ও চাল কিনবে সরকার। এর মধ্যে পাঁচ লাখ মেট্রি ক টন ধান, বারো লাখ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল এবং এক লাখ মেট্রিক টন আতপ চাল কেনা হবে। প্রতি কেজি ধান ৩৬ টাকা, সিদ্ধ চাল ৪৯ টাকা এবং প্রতি কেজি আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য ৪৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ধান চালের পাশাপাশি, ৩৬ টাকা দরে ৫০ হাজার মেট্রিক টন গমও কেনা হবে। এ সংগ্রহ অভিযান ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

শাহ আমানত বিমানবন্দরে ২৭ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দ রে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সিগারেট জব্দ করেছে কর্তৃপক্ষ। শনিবার দিবাগত রাতে আন্তর্জাতিক আগমন হলে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। বিমানবন্দর সূত্রে জানা যায় , মাস্কাট থেকে আসা সালাম এয়ার -এর একটি ফ্লাইটের যাত্রী মো . শামসুদ্দিনের ব্যাগেজ তল্লাশি করে ২৮০ কার্টন সিগারেট উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে লাগেজ বেল্টে যাত্রীবিহীন অবস্থায় আরও ১ হাজার ৬৫ কার্টন সিগারেট এবং একটি ল্যাপটপ পাওয়া যায়। বিমানবন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা প্রকৌশলী ইব্রাহিম খলিল জানান , জব্দ করা সিগারেট থেকে সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৭ লাখ ৩০ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত পণ্য ডিপার্টমেন্টাল মেমোরেন্ডাম মূল্যে জব্দ করে চট্টগ্রাম কাস্ট মস হাউস -এর হেফাজতে রাখা হয়েছে। আটক যাত্রীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ শেষে মৌখিকভাবে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

মসজিদে ঢুকে মুসল্লিকে কুপিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে মসজিদে ঢুকে এক মুসল্লিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। রবিবার (৩ মে) উপজেলার পশ্চিম লইয়ারকুল জামে মসজিদে ফজরের নামাজের সময় এই ঘটনা ঘটে। নিহত হাফিজ মিয়া লইয়ারকুল এলাকার বাসিন্দা।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত আটক জসিম মিয়ার বাড়িও একই এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান , ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে মসজিদে যান হাফিজ। না মাজের প্রস্তুতির সময় হঠাৎ জসিম তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এরপর মসজিদের ভেতরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান হাফিজ। পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে জসিমকে আটক করে। কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে , তা অবশ্য জানাতে পারেননি স্থানীয়রা। তবে, এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীমঙ্গল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ জহিরুল ইসলাম মুন্না বলেন , খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ গিয়ে হামলাকারীকে আটক করে। তিনি আমাদের হেফাজতে রয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ উদ্‌ঘাটনে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

সুপ্রিমকোর্টের ভার্চুয়াল বিচারকাজ স্থগিত করে বিজ্ঞপ্তি জারি

বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগে ভার্চুয়াল কোর্টের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। আজ রোববার (০৩ মে) জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সপ্তাহের প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার পরিচালিত ভার্চুয়াল কোর্ট (চেম্বার আদালতসহ) পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ বিচা রালয়, যা সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকারী হিসেবে কাজ করে। আপিল ও হাইকোর্ট- এই দুই বিভাগে বিভক্ত সুপ্রিম কোর্ট নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা , আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, নিম্ন আদালতের তদারকি এবং সংবিধান বা আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

এবার কোরবানিতে ভারতীয় গরু ঢুকতে দেবে না সরকার: প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

এ বছর কোরবানির জন্য পশুর চাহিদা রয়েছে ১ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪টি বলে জানিয়েছেন প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ। তিনি বলেন , দেশে কোরবানির পশুর কোনো ঘা টতি নেই। দেশীয় খামারিরা এখন এতটাই সক্ষম হয়েছেন যে , নিজেদের উৎপাদিত পশু দিয়েই জাতীয় চাহিদা পূরণ সম্ভব হচ্ছে। বর্ডার দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পশু ঢোকার ব্যাপারে কঠোর অবস্থানে সরকার। রোববার (৩ মে) রাজধানীতে কোরবানির পশু নিয়ে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ সব কথা বলেন। এ সময় প্রতিমন্ত্রী সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, এ বছর কোরবানির জন্য পশুর চাহিদা রয়েছে ১ কোটি ১ লাখ ৬ হাজার ৩৩৪টি। এর বিপরীতে পশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮৪০টি। সেই হিসেবে ২২ লাখ ২৭ হাজার ৫০৬টি পশু বেশি আছে। প্রাণি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, ১ কোটি ২৩ লাখ ৩৩ হাজার ৮৪০টি পশুর মধ্যে গরু ও মহিষের সংখ্যা ৫৬ লাখ ৮৫ হাজার ৮৭৮টি। ছাগল ও ভেড়া ৬৬ লাখ ৩২ হাজার ৩০৭ টি এবং উট, দুম্বাসহ অন্যান্য প্রজাতি রয়েছে ৫ হাজার ৬৫৫টি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী বলেন, এবার বর্ডারে পশুর হাট বসানোর অনুমোদন দেওয়া হয়নি, যাতে বর্ডার দিয়ে পশু আসতে না পারে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

হয়রানি বন্ধের নিশ্চয়তা কাল পেলে পরশুই দেশে ফিরব: সাকিব

ক্রিকেট ক্যারিয়ার শেষে পুরোদমে রাজনীতিতে সময় দিতে চান বলে জানিয়েছেন , বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দল পরিবর্তনের কোনো ইচ্ছা তার কোনোকালেই ছিল না এবং ভবিষ্যতেও নেই। বর্তমানে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা কিংবা নিষিদ্ধ থাকলেও , এই অবস্থা চিরস্থায়ী হবে না বলেই বিশ্বা স করেন সাকিব আল হাসান। বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে দেওয়া এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নিজের রাজনৈতিক দর্শন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সোজাসাপ্টা কথা বলেন তিনি। দলের প্রতি নিজের দায়বদ্ধতা নিয়ে সাকিব বলেন , "আমার এত দল পরিবর্তন করার শখ নেই। আমি যখন ছোটো কোনো দলেও খেলেছি, সেই দলের প্রতি অনুগত ছিলাম। আমার পল্টি দেওয়ার অভ্যাস নেই।„ আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধের প্রসঙ্গে তিনি বলেন , "আজীবন কি কেউ কাউকে নিষিদ্ধ করে রাখতে পারে ? এটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। জোর করে কিছুদিন দমিয়ে রাখা সম্ভব হলেও , তাতে দেশের বা রাজনীতি র কোনো উন্নতি হয় না।„ সাবেক এই সংসদ সদস্য রাজনীতিতে প্রতিহিংসার সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত উল্লেখ করে বলেন , "যদি আমরা আগে ভুল করে থাকি এবং এখন সেটির পুনরাবৃত্তি হয় , তবে এই খেলা চলতেই থাকবে। কাউকে না কাউকে এই ধারা শেষ করতে হবে। যে দল এটি শেষ করে দৃষ্টান্ত স্থা পন করবে, তারাই মানুষের মনে জায়গা করে নেবে। সাকিব বলেন , "আমার শতভাগ বিশ্বাস আছে , সুষ্ঠু নির্বাচন হলে মাগুরার মানুষ আমাকে আবারও ভোট দেবে। আমি তো এবারের (অন্তর্বর্তী সরকার পরবর্তী সম্ভাব্য) নির্বাচনেও অংশ নিতে আগ্রহী ছিলাম। ভেবেছিলাম, ভোটে দাঁড়িয়েই নিজের জনপ্রিয়তা দেখিয়ে দেব। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতা ও দলের সিদ্ধান্তের কারণে তা সম্ভব হয়নি।„ পুরোপুরি আশা আছে যে , আমি দ্রুতই দেশে ফিরব উল্লেখ করে সাকিব আল হাসান বলেন , আমি আইনের মুখোমুখি হতে চাই, কিন্তু আমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। আমি বিশেষ কোনো প্রটোকল চাচ্ছি না , শুধু

সাধারণ নাগরিক হিসেবে আইনি প্রক্রিয়া চলাকালীন হয়রানি না করার নিশ্চয়তা চাই। এই নিশ্চয়তা কাল দেওয়া হলে আমি পরশুই দেশে ফিরব।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

পে স্কেল বাস্তবায়ন নিয়ে যা জানা গেল

আসন্ন জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে নবম পে স্কেল দ্রুত বাস্ত বায়নের লক্ষ্যে গেজেট প্রকাশের দাবিতে ঢাকায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সমাবেশ ও আলোচনা সভার ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী কল্যাণ সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটি। শনিবার (২ মে) সংগঠনের আহ্বায়ক আবদুল মালেক এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। এতে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে মে মাস জুড়ে বিভিন্ন জেলায় প্রতিনিধি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৮ মে পটুয়াখালী এবং ৯ মে খুলনায় প্রতিনিধি সমা বেশ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া, আগামী ১৬ মে ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সমাবেশ ও আলোচনাসভা আয়োজন করা হবে।
সংগঠনটির নেতারা জানান, গত ১১ বছরে দুটি পে স্কেল কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও, সরকারি কর্মচারীরা এখনো নতুন কোনো পে স্কেল পাননি। দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে নিম্ন গ্রেডভুক্ত কর্মচারীরা চরম আর্থিক সংকটে পড়েছেন। অধিকাংশ কর্মচারী ঋণের বোঝায় জর্জরিত এবং মাস শেষে ঋণ পরিশোধের পর যে বেতন হাতে থাকে, তা দিয়ে ১০ থেকে ১৫ দিনের বেশি সংসার চালানো সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে অনেকেই নতুন করে ঋণগ্রস্ত হচ্ছে ন।
সংগঠনটির মতে, আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে নবম পে স্কেল বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ না রাখা হলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ বাড়তে পারে। দেশের উন্নয়নে ২২ লাখ সরকারি কর্মচারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও, তাদের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নে ওয়া হয়নি। সরকার আসন্ন বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দিয়ে ২২ লাখ কর্মচারী পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবে বলে প্রত্যাশা তাদের। নানা সূত্রে জানা গেছে, সরকারি চাকরিজীবীদের ৯ম পে স্কেল ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছে তিন বেতন কমিশনের প্রতিবেদন সুপারিশ প্রণয়নে পুনর্গঠিত হওয়া কমিটি। এই কমিটির সুপারিশ আগামী ১ জুলাই থেকে কার্যকর হতে পারে বলে জানিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয় এবং মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত কমিটি তাদের সু পারিশ জমা দিয়েছে। সুপারিশে আর্থিক চাপ সামাল দিতে কয়েকটি ধাপে নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসন্ন জুলাই থেকে প্রথম ধাপের সুপারিশ অর্থাৎ মূল বেতন বৃদ্ধিতে বিষয়টি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ০৩.০৫.২০২৬ এলিনা)

ট্রাফিক আইন ভাঙলে অটো নোটিশ, হাজিরা না দিলে গ্রেফতারি পরোয়ানা

ট্রাফিক আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ দেখে মামলা হচ্ছে। মামলার নথি ডাক যোগাযোগে পাঠাচ্ছে ঢাকা মেট্রোপলিচন পুলিশ। মামলার পর অভিযুক্ত চালক সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগে হাজির না হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রে ফতারি পরোয়ানা জারি করা হবে। রবিবার সিসি ক্যামেরা অথবা ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে ট্রাফিক মামলা সতর্কীকরণসংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানিয়েছে ডিএমপি। ভারপ্রাপ্ত ডিএমপি কমিশনার মো . সরওয়ার স্বাক্ষরিত গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, যানজট নিরস ন, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরের চলাচলরত ট্রাফিক আইন অমান্যকারী মালিক বা চালকদের বিরুদ্ধে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ করে ই -ট্রাফিক প্রসিকিউশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাদের ঠিকানায় ডাকযোগে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। নোটিশ পেয়ে মালিক বা চালকগণ ডি এমপি সদর দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগে হাজির হয়ে নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ করে মামলা নিষ্পত্তি করছেন। নোটিশ পেয়ে ট্রাফিক বিভাগে হাজির না হলে, তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত প্রক্রিয়া ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের বিজ্ঞ স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণের মা ধ্যমে বাস্তবায়নের কার্যক্রম সম্প্রতি গ্রহণ করা হয়েছে। মামলার জরিমানা পরিশোধ সংক্রান্ত কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন কিংবা ব্যক্তিগত তথ্য আদান -প্রদান থেকে বিরত থাকতে চালকদের পরামর্শ দিয়েছে ডিএম পি। কোনো ব্যক্তি বা চক্র ভিডিও বা সিসি ক্যামেরার মামলার নাম ব্যবহার ক রে অর্থ পরিশোধের বার্তা দিলে, তা নিকটস্থ থানায় বা সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগে জানাতে বলা হয়েছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

৮১ শতাংশ শিশুকে হামের টিকা দেওয়া সম্পন্ন : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

দেশে হামের টিকা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানিয়েছেন সর দার মো. সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেছেন, টিকা নেওয়ার উপযোগী শিশুদের মধ্যে ইতোমধ্যে ৮১ শতাংশের বেশি শিশুকে টিকার আওতায় আনা হয়েছে এবং বাকি শিশুদেরও আগামী ২ থেকে ৪ দিনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। রোববার বিকেলে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এ তথ্য জানান। বর্তমানে দেশে হামের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি জানান, এই রোগে মৃত্যুহারও কমেছে। পাশাপাশি, টিকার কোনো সংকট নেই এবং সারা দেশে সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। ডিসি সম্মেলনের আলোচনার প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন,

মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন এবং অনিয়ম রোধে জেলা প্রশাসকদের একাধিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

এপ্রিলে রেমিট্যান্স ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল

প্রবাসী বাংলাদেশিদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার অব্যা হত প্রবাহের ফলে চলতি বছরের এপ্রিলে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে। রোববার প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী , এই সময়ে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩ হাজার ১২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত বছরের একই সময়ে প্রাপ্ত ২ হাজার ৭৫২ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ১৩.৬ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স এসেছে ২৯ হাজার ৩৩২ মিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ে প্রাপ্ত ২৪ হাজার ৫৩৭ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। রেমিট্যান্স প্রবাহের এই ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেশের বৈদেশিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে এবং সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিস্থাপকতা জোরদারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

আওয়ামী লীগের ফেরার পথ খোলা রেখেছে বিএনপি: নাহিদ ইসলাম

বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বললেও নির্বাচনের পর সেই গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রতারণা করছে বলে অভিযোগ করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি দাবি করেন , সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে যত পরিবর্তনই আনা হোক, তা স্থায়ী হবে না, বরং বিএনপির বর্তমান অবস্থান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসার পথ বারবার উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। রোববার জ্বালানি , অর্থনীতি, মানবাধিকার ও গণভোটবিষয়ক জাতীয় কনভেনশনে এসব কথা বলেন তিনি। দলের সংস্কার বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে কাকরাইলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দিনব্যাপী চার পর্বে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। নাহিদ ইসলাম বলেন , বিএনপি বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বললেও , বাস্তবে তারা সেই আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছে এবং জনগণের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রতারণা করছে। তিনি আরও বলেন , সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে আনা পরিবর্তনগুলো দীর্ঘস্থায়ী হবে না। একইসঙ্গে তিনি অ ভিযোগ করেন, বিএনপি তাদের রাজনৈতিক কৌশল ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বারবার আওয়ামী লীগের ফিরে আসার পথ খোলা রাখছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

ডিসিদের জনগণের সেবায় নিবেদিত থাকার আহ্বান রাষ্ট্রপতির

রাষ্ট্রপতি মো . সাহাবুদ্দিন জেলা প্রশাসকদের জনগণের সেবায় আরও নিবেদিত হয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা সরকারের প্রতিনিধি হলেও সর্বোপরি তারা জনগণের সেবক -এ বিষয়টি সব সময় মনে রাখতে হবে। রোববার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে জেলা প্রশাসক সম্মেলন -২০২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্র দানকালে তিনি এ আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি মহান মুক্তিযুদ্ধের শ হিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন , তাদের আত্মত্যাগ জাতির জন্য চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তিনি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তমসহ জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবদা নও স্মরণ করেন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসক সম্মেলন সরকারের নীতি -নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। মাঠ পর্যায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। রাষ্ট্রপতি বলেন , বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। তাই স্বচ্ছ , জবাবদিহিমূলক ও সেবামুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করে জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে। তিনি সরকারি কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জেলা প্রশাসকদের সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে দ্রু ত সমাধান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে সহজ ও মানসম্মত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

অন্তর্বর্তী সরকার আমাকে ডিসিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি: রাষ্ট্রপতি

অন্তর্বর্তী সরকার জেলা প্রশাসকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো . সাহাবুদ্দিন। তিনি বলেছেন, "গত বছর ডিসিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাইনি। গত বছর যে সরকার ছিল , তারা রাষ্ট্রপতিকে বঞ্চিত করেছে। বর্তমান নির্বাচিত সরকার সেই প্রথা আবার চা লু করায় ধন্যবাদ জানাই।„ রবিবার রাতে বঙ্গভবনে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে আগত ডিসিদের উদ্দেশ্যে এসব কথা বলেন তিনি। রাষ্ট্রপতি বলেন , "দীর্ঘ অপশাসনের অবসানের পর সংগতভাবে নতুন সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি। একটি দায়িত্বশীল, স্বচ্ছ ও সেবামুখী প্রশা সন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনমানুষের প্রত্যাশা পূরণ করা জরুরি। বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ জন্য আপনাদেরও সরকারের নেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি , কর্মসূচি, নীতি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে , জনস্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হ বে।„ সরকারি নানা উদ্যোগের সুফল যাতে প্রকৃত উপকারভোগীদের কাছে যথাসময়ে পৌঁছে , তা নিশ্চিতেও ডিসিদের সচেতন থাকার কথা বলেন

তিনি। এ সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজনে পেশাদারির সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় জেলা প্রশাসকদের সাধুবাদ জানান রাষ্ট্র পতি। জ্বালানি সংকট মোকাবিলার বিষয়ে তিনি আরো বলেন , "মধ্যপ্রাচ্যের চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের ফলে সারা বিশ্বে জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে। অবৈধ জ্বালানি মজুতদারি রোধ এবং দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য নিয়মিত বাজার মনিটরিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম আরো জোরদার কর তে হবে।„ দুর্নীতি ও দুঃশাসন উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় উল্লেখ করে মাঠ পর্যায়ে দুর্নীতির ব্যাপারে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন এবং মাঠ প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা , জবাবদিহি ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপ্রধান। ভাষণের শুরুতে ম হান মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, "বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সব বীর সেনানী , সংগঠক ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের অবদানকে। শ্রদ্ধাভরে স্ম রণ করি, সাবেক প্রধানমন্ত্রী , দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে। যিনি দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অসামান্য অবদান রেখেছেন।„ রাষ্ট্রপতি বলেন, "আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান এবং দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহিদ ও আহতদের , যাদের চরম আত্মত্যাগ ও অসীম সাহসিকতার মধ্যদিয়ে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জবাবদিহিমূলক , মানবিক ও ন্যায়ভিত্তিক নতুন বাংলাদেশ গড়ার বিশাল সুযোগ।„(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

নতুন ই-বাস ও ট্রাক আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায়

দেশে পরিবেশবান্ধব যাতায়াত ব্যবস্থা উৎসাহিত করতে নতুন ইলেকট্রিক বাস ও ট্রাক আমদানিতে বড় ধরনের শুল্ক - কর অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত কতিপয় শর্তসাপেক্ষে নামমাত্র কর পরিশো ধ করে এসব যানবাহন আমদানি করা যাবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে আজ রোববার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার ষষ্ঠ বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনুমোদন দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি পরিবেশ উন্নয়ন ও আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী , এইচএস কোড ৮৭.০২.৪০.০০-এর আওতায় ন্যূনতম ১৭ আসন বিশিষ্ট সম্পূর্ণ নতুন ইলেকট্রিক বাস আমদানির ক্ষে ত্রে এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও , শিক্ষার্থী পরিবহন ছাড়া অন্যান্য কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত এসব বাসের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বহাল রাখা হয়েছে। তবে ভ্যাট ছাড়া সকল প্রকার কাস্টমস ডিউটি , রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, আগাম কর ও অগ্রিম আয়কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে আমদানিকারকদের ওপর মোট করভার হবে মাত্র ১৫ শতাংশ। বাসের পাশাপাশি, ৫ টন বা তার বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ইলেকট্রিক ট্রাক আমদানির ক্ষেত্রেও একই ধরনের শুল্ক ছাড় ও সুবিধা প্রদানেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ শু ল্ক সুবিধা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দ্রুতই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি করবে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ। সংশ্লিষ্টদের মতে , এই সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমবে এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলা দেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০৩.০৫.২০২৬ আসাদ)

BBC

GERMANY TROOP CUTS SEND WRONG SIGNAL TO RUSSIA: TWO TOP US REPUBLICANS

Two senior US Republican lawmakers have criticized a decision by the Pentagon to cut 5,000 US troops stationed in Germany, saying it risked undermining deterrence and would send the wrong signal to Russia. Roger Wicker and Mike Rogers, who chair the Senate and House armed services committees respectively, said that rather than being withdrawn, those troops should be moved further east. Pentagon spokesperson Sean Parnell on Friday said the move followed a through review and recognized "theater requirements and conditions on the ground". On Saturday, President Donald Trump said further cuts could take place, without providing details. The US has more than 36,000 active duty troops in Germany. Germany's defence minister said the Pentagon decision was "foreseeable".

(BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

RUSSIAN STRIKES KILL 10 AS ZELENSKY SAYS UKRAINE HITS OIL TANKERS AND TERMINAL

Russian drone and missile strikes in Ukraine have killed 10 people and injured at least 76 over the past day, reports say. Officials in five regions around the country reported fatalities as Moscow continues to target Ukrainian cities with regular aerial attacks. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said an oil terminal in northwest Russia had been

significantly damaged, while two Russian oil tankers were struck near the Russian Black Sea port of Novorossiysk. There are no details on damage to the ships, but Zelensky said the vessels were part of Russia's "shadow fleet" used to evade Western sanctions. Ukraine's military said a ballistic missile and nearly 270 drones were fired by Russia, but most were intercepted. (BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

NIGERIA SUMMONS SOUTH AFRICAN ENVOY OVER ATTACKS ON ITS NATIONALS

Nigeria has summoned South Africa's acting High Commissioner over a spate of recent attacks on foreigners in the southern African nation. Nigeria will formally convoy its "profound concern" at a meeting on Monday over incidents in South Africa, saying they could affect existing relations between the countries, according to a foreign ministry statement. The meeting will focus on recent marches held by anti-immigrant groups and "documented instances of mistreatment of Nigerian citizens and attacks on their businesses", it said. At least two Nigerians and four Ethiopians have been killed in recent weeks, local media reported, while there have been attacks on citizens of other African countries.
(BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

OIL TANKER HIJACKED OFF COAST OF YEMEN AND TAKEN TOWARDS SOMALIA

Somali pirates have hijacked an oil tanker off the coast of Yemen, according to multiple Somali security officials that spoke with the BBC. The Yemeni coastguard earlier said the tanker MT Eureka had been hijacked and was headed towards Somalia. Sources said it was overrun by pirates in the Gulf of Aden, near the port of Qana. It marks the second hijacking of an oil tanker in the area in a 10-day period, following the hijacking of Honor 25 by Somali pirates on April 22. Honor 25 was carrying 18,500 barrels of oil bound for Mogadishu.
(BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

KENYA BATTLES TO STOP THE 'GOONS AND GUNS' AS FEARS OF POLITICAL VIOLENCE GROW

On a quite Wednesday last month, a Kenyan politician stopped for coffee after getting his hair cut in the western city of Kisumu. Moments later, a group of hooded youths set upon Senator Godfrey Osotsi without warning - punching and kicking him, leaving him badly injured, stripping of his phones and valuables before vanishing into the street. The assault was captured on CCTV. Within hours, the footage was everywhere. The police are still investigating but the senator said this was not a robbery. Rather, he alleged, it was politically motivated as he was asked by the attackers why he was not supporting the president's re-election bid. The nationwide outcry that followed the assault forced Kenya's parliament to summon the country's top security chiefs. (BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

OPEC+ ANNOUNCES SYMBOLIC OIL OUTPUT RISE DURING STRAIT OF HORMUZ CLOSURE

OPEC+ has agreed to a modest, largely symbolic oil output increase for June as the United States-Israel war on Iran disrupts Gulf supplies through the Strait of Hormuz. "In their collective commitment to support oil market stability, the seven participating countries decided to implement a production adjustment of 188 thousand barrels per day," OPEC+ said in a statement, making no mention of the United Arab Emirates, which quit the body on Friday. The statement was issued after the seven countries - Algeria, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Russia and Saudi Arabia - met virtually on Sunday to "review global market conditions and outlook". (BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

ISRAEL APPROVES PURCHASE OF FIGHTER JETS FROM THE US

Israel has given final approval for a multi-billion dollar deal to buy two new combat squadrons of advanced F-35 and F-15IA fighter jets from United States manufacturers Lockheed Martin and Boeing, the Ministry of Defence says. Israel's Ministerial Committee on Procurement signed off on the deal as the initial phase of a 350-billion-shekel programme to boost the country's armed forces and "strengthen readiness ahead of a demanding decade for Israeli security", it said on Sunday. "Alongside immediate wartime procurement meeds, we have a responsibility to act now to secure the military's edge 10 years from now and beyond," Defence Ministry Director General Amir Baram said.
(BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

TWO WOMEN DIE IN ATTEMPTED CHANNEL CROSSING FROM FRANCE TO UK

Two women thought to be from Sudan have died while trying to cross from northern France to the United Kingdom in a small boat, French officials say. The women, believed to be in

their 20s, were on board a boat carrying 82 people, Christophe Marx, a regional government official, told reporters on Sunday. The boat set out to sea during the night from Saturday to Sunday but "the engine wouldn't start" and the boat began to drift, Marx said. Seventeen people were rescued at sea and taken to the port of Boulogne-sur-Mer.
(BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

ISRAEL ISSUES NEW FORCED DISPLACEMENT ORDERS IN SOUTHERN LEBANON

Israel's military has issued new displacement orders to residents in towns and villages in southern Lebanon, including areas beyond its current zone of occupation, despite a truce meant to halt fighting with the armed group Hezbollah. The warning covers more than 10 villages and towns, including several in the district of Nabatieh that lie north of the Litani River, south of which Israel has stationed troops. Lebanon's state-run National News Agency later reported a series of Israeli strikes across southern Lebanon, including on towns not mentioned in the displacement order. (BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

TWO US SERVICE MEMBERS REPORTED MISSING IN MOROCCO: OFFICIALS

Two US service members have gone missing during military exercises in Morocco, the US African Command (Africom) has said. The missing Americans were participating in African Lion 2026, an annual joint exercise designed to strengthen operations between US forces, Nato allies, and African nations, officials said. Africom said they were reported missing on Saturday near the Cap Draa Training Area, which is near the city of Tan Tan in Morocco. A search and rescue mission involving ground, air and maritime resources from the US, Morocco and other countries is underway for the service members, officials said. African Lion, the continent's largest annual joint military exercise, is hosted across Morocco, Ghana, Senegal and Tunisia. (BBC News Web Page: 03/05/26, FARUK)

:: THE END ::